ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 October 2022 ■ আগরতলা ২৩ অক্টোবর, ২০২২ ইং ■ ৫ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মথার সাথে জোট নয়, কংগ্রেস ও সিপিএম ঐক্যবদ্ধ হলেও চিন্তার কিছু নেই ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম ও কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ হলে বিজেপি তাতে চিন্তিত হওয়ার বদলে ওই পরিস্থিতি উপভোগ করবে। কারণ, বাম জমানায় যাঁরা লাল সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন, বিজেপিকে হারাতে কংগ্রেস তাঁদের হাত ধরবে। গতকাল বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাকে আজ শনিবার সেই আহ্বানকে বিদ্রুপ করে একথা বলেন প্রদেশ বিজেপি সহসভাপতি ডা: অশোক সিনহা।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেপির সহ সভাপতি ডাঃ অশোক সিনহা। ছবি-নিজস্ব।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ডা: সিনহা বলেন, সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বহু সন্ত্রাস হয়েছে। তাতে, প্রচুর বিরোধী দলের নেতা-কর্মী খুন হয়েছেন। এখন যদি কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা মনে করেন, তাঁদের পূর্বজদের যাঁরা খুন করেছেন সেই দলের সাথে সমঝোতা করবে, তাতে বিজেপি মোটেও চিন্তিত হবে না। বরং সেই পরিস্থিতি উপভোগ করবে, বলেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, পাঁচ বছরে কাজের নিরিখে বিজেপি মানুষের কাছে ভোট চাইবে। সমস্ত কিছু মানুষের সামনে তুলে ধরবে। গণদেবতারা যদি মনে করেন আমাদের কাজে ইতিবাচক দিক রয়েছে, তাহলে বিজেপি প্রার্থীর অবশ্যই জয়ী হবেন এবং পুণরায় সরকার গঠন করবেন।

সাথে তিনি যোগ করেন, গতকাল, সিপিআইএম আস্তাবলে একটি জনসভা করেছিল। আমরা মনে করি বিরোধীরা গণতান্ত্রিকভাবে কথা বলবেন এবং বিরোধিতা করবেন এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরীর দাবীতে শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারস্থ এসটিজিটি পরীক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। শনিবার ২০২২ সালের এস টি জি টি উত্তীর্ণরা সৌজন্য মূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে। এদিন এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা মন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে সাক্ষাৎ করে ফের তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। শিক্ষা মন্ত্রী তাদের আশ্বাস দেন বিষয়টি দেখার। একই সঙ্গে জানান কয়েকদিনের মধ্যে অর্থ দপ্তরে তাদেরর ফাইল প্রেরন করা হবে। সব মিলিয়ে এস টি জি টি উত্তীর্ণের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজার ৩০৪ জন। মন্ত্রীর বক্তব্যে আশাবাদী এস টি জি টি-র পরীক্ষার্থীরা বলে জানান।

অমরণ অনশনে তিনদিনে অসুস্থ হলেন ছয়জন চাকরীচ্যুত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। ২০ অক্টোবর থেকে শুরু হয় ১০,৩২৩ ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক সমাজের আমরণ অনশন। তাদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দাবি জানানো হচ্ছে চাকরিতে পুনর্বহাল করার জন্য। কারণ অনশন মঞ্চে দ্বিতীয় দিন পাঁচ জন চাকরি হারা শিক্ষক-শিক্ষিকা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তৃতীয় দিন অর্থাৎ শনিবার আরও একজন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ শিক্ষকের নাম রাজেশ বণিক। তাই সরকারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দাবি জানান সংগঠনের নেতৃত্ব প্রদীপ বণিক।

প্রাক্তন এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে তফাৎ লক্ষ্য করতে পারছেন না চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা। তাই ইতিবাচক ভূমিকা না নিলে সমস্ত দুর্নীতি সামনে তুলে আনা হবে। আর এই দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হলে সরকার সহ্য করতে পারবেনা। এদিকে, শনিবার দুপুরে সিটি সেন্টারে সাংবাদিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্যালকের মাথা ফাটাল ভগ্নিপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। ভগ্নিপতির লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত শ্যালক। ঘটনা শুক্রবার রাতে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার বাইশঘড়িয়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন বাইশঘড়িয়া এলাকার বাসিন্দা জসিম মিয়া প্রায়শই তার স্ত্রী হামেন বেগমকে মারধর করে। শুক্রবার রাতে জসিম মিয়া তার স্ত্রী হামেন বেগমকে মারধর করলে বিষয়টি হামেন বেগম তার ভাই শাহজাহান মিয়াকে জানায়।

তখন শাহজাহান মিয়া ভগ্নিপতি তথা জসিম মিয়ার বাড়িতে যাওয়ার পর জসিম মিয়া লাঠি দিয়ে শাহজাহান মিয়ার মাথায় আঘাত করে। এতে শাহজাহান মিয়ার মাথা ফেটে যায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিগম এলাকার জনগণের দাবী আপত্তি জানার উদ্যোগ মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। প্রতিমাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শনিবার বিজেপি-র প্রদেশ কার্যালয়ে অন্যান্য দিনের মত একটি নির্দিষ্ট সময়ে বসবেন মেয়র দীপক মজুমদার। এই ঘোষণা অনুযায়ী অক্টোবর মাসের চতুর্থ শনিবার নিগমবাসীর সমস্যা ও চাহিদাগুলি সম্পর্কে অবগত হতে প্রদেশ কার্যালয়ে বসেন মেয়র দীপক মজুমদার।

আগরতলা পুর নিগম এলাকার মানুষের কাছে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা যাতে সঠিক ভাবে পৌঁছায় তার জন্য প্রতি মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শনিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে বসে জনগণের সমস্যার কথা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন মেয়র দীপক মজুমদার। ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষের প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। তারপর পুর নির্বাচনের আগে শহরবাসীকে কথা দেওয়া হয়েছিল জনগণের সমস্যার সমাধান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকের মারে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের বেত্রাঘাত কিংবা মারধর করার বিষয়ের কঠোর বিধি নিষেধ রয়েছে। তদুপরি রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন গান্ধীগ্রাম স্কুলে এক একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে চপেটাঘাত করে গুরুতর অভাবে জখম করেছে এক শিক্ষক।

বর্তমানে ছাত্রীটি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গান্ধীগ্রাম বিদ্যালয়ের এস এম সির ভুমিকায় চাঞ্চল্য গান্ধীগ্রাম এলাকায়। অভিযুক্ত অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এসএমসির তৎপরতায় ছাত্রী আহত এর ঘটনার মীমাংসা করা হয়। জানা যায় গতকাল স্কুল চলাকালীন সময়ে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে চড় মারে টিটু সরকার নামে এক শিক্ষক।

পরবর্তী সময়ে সেই ছাত্রী মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা তড়িঘড়ি তাকে গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। জানা যায় ছাত্রীটির কানের পর্দা ফেটে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। উনকোটি জেলার কৈলাশহরের ইছাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি কালভার্টের নিচ থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার সকালে কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে ইছবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ড এলাকায় কালভার্টের নিচে জলের মধ্যে একটি ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, ওই মৃত ব্যক্তির নাম কমল সিংহ। বয়স ৬৫।

মৃত ব্যাক্তির মূল বাড়ি কৈলাসহরের কামরাঙ্গা বাড়ি এলাকায় হলেও কয়েক বছর ধরে ইছবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ড এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা রোহিত সিনহার বাড়িতে থাকেন বলে গ্রামবাসীরা জানান। স্থানীয়দের কাছ থেকে আরো জানা যায় যে, মৃত কমল সিংহ অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মী ছিলেন। উনার স্ত্রী এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ১৭ ◘ ২৩ অক্টোবর ২০২২ ইং ◘ ৫ কার্ত্তিক ◘ রবিবার ◘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি ও বাস্তব ভিন্নতর

চরম বৈষম্যের সমাজ যত আছে পৃথিবীতে তাহার মধ্যে একটি হইল ভারত। এখানকার শীর্ষস্থানীয় ১ শতাংশ পরিবারের হাতে দেশের এক পঞ্চমাংশের বেশি আয় কুক্ষিগত। আয়ের মোট ৫৭ শতাংশ ভোগ করিতেছে উপরের দিকের ১০ শতাংশ পরিবার। নীচের দিকের ৫০ শতাংশ পরিবার বাচিয়া আছে জাতীয় আয়ের মাত্র ১৩ শতাংশ ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া নিয়া। ওয়ার্ল ইনইকোয়ালিটি রিপোর্ট ২০২২ থেকে আরও জানা যাইতেছে একজন পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় নাগরিকের বার্ষিক আয় বা জাতীয় গড় আয়ের পরিমাণ ২,০৪,২০০ টাকা। সেখানে সবচেয়ে নীচের ৫০ শতাংশ মানুষের গড় আয়ের অঙ্ক ৫৩,৬১০ টাকা। বিপরীতক্রমে, সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ নাগরিক ১১,৬৬,৫২০ টাকা ভোগ করিতেছে। গত শতকের আশির দশকে বিনিয়ন্ত্রিত উদার অর্থনীতির জয়গান শুরু হইতেই আয় এবং ধন বৈষম্য রকেট গতি নিয়াছে। আয় এবং বৈষম্য বাড়িয়া চলিয়াছে। এই দু'ধরনের বৃদ্ধির রকম নানা দেশে নানা প্রকার। তবে ছবিটা শালীনতার সীমা ছাড়াইয়াছে যেসব দেশে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভারত ও ব্রাজিল। তুলনায় কম হইলে বর্ধিত বৈষম্যের শিকার চীন এবং ইউরোপের অনেক দেশ। মুক্ত বাণিজ্য এবং আর্থিক বিশ্বায়নের তিনদশক পূর্তির পর, ২০২১-এ বৈষম্যের কদর্য চেহারা মানবিক বিশ্বকে ম্রিয়মাণ করিয়াছে। তবে, এসব দেখে ধনী দেশগুলি হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকেনি। দারিদ্রের ভয়াবহতা রুখিতে কয়েকটি সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করিয়াছে। আর সেখানেই বেশিরভাগ উন্নয়নশীল ও গরিব দেশের খামতি হইয়া উঠিয়াছে প্রকট। নতুন করিয়া প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিয়াছে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াইতে 'সোশ্যাল স্টেট'-এর গুরুত্ব।ভারতকে আমরা কোন শ্রেণিতে রাখিব? সমাজের সবার মধ্যে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের আশীর্বাদ পৌঁছিয়া দিতে জওহরলাল নেহরু মিশ্র অর্থনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত তাহা অব্যাহত ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার দোহাই দিয়া পরবর্তী সরকারগুলি পুরনো নীতি বিসর্জন দেয়। রাজীব গান্ধী, নরসিমা রাও, মনমোহন সিং জমানা পরিষ্কার আঁকড়াইয়া ছিল মার্কিন পন্থা, পরামর্শ। মার্কিন পন্থা অন্ধ অনুকরণের বিপদ সমাজের নিম্নস্তরে স্পষ্ট হইতেই মনমোহন পাশাপাশি কিছু 'দেশি' সংস্কারে আন্তরিক হন। তাহার মধ্যে ছিল কৃষকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ এবং ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্বলতম পরিবারগুলির জন্য কিছু কর্মসংস্থান ও আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান। মূলত কংগ্রেস তথা ইউপিএ সরকারের আর্থিক নীতির মুণ্ডপাত করিয়াই ২০১৪ সালে কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁহার প্রতিশ্রুতি ছিল, বিপুল কর্মসংস্থান এবং দেশবাসীর আয়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন। দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা দ্রুত দূর করিবার মাধ্যমেই এই চমক দেখাইবে তাঁহার সরকার। ভারতীয় অর্থনীতি এখনও বহুলাংশের কৃষি নির্ভর। জিডিপি এবং কর্মসংস্থানে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। একথা মনে রাখিয়াই, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দু'বছরের মাথায় নরেন্দ্র মোদি কৃষক সমাজকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে ২০২২ সালের ভিতরে তাহাদের আয় দ্বিগুণ

হইবে। প্রতিশ্রুতি তাহার জায়গাতেই দাঁড়াইয়া আছে। ছ'বছর পরেও কৃষকের আয় মোটেই দ্বিগুণ হয়নি। এত বছরে তাহাদের আয় বাড়িয়াছে ২৭ শতাংশ। এই বৃদ্ধিকে কোনওভাবেই উল্লেখযোগ্য বলা যাইবে না। কারণ, ইতিমধ্যে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়াছে অনেক বেশি। মুদ্রাস্ফীতিকে পাশে রাখিয়া তুলনা করিলে এটাই পরিষ্কার হয় যে সাধারণ কৃষকের আয় বাস্তবে কমিয়া গিয়াছে। আঘাতের বাকি আছে আরওডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্য মধ্যপ্রদেশে কৃষকের আয় এই সময়কালে কমিয়া গিয়াছে! কৃষকের আয়ের অবনমন ঘটিয়াছে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও নাগাল্যান্ডেও। কৃষকের আয়বৃদ্ধির বর্তমান প্রবণতা কোনওভাবেই এবছরের ভিতরে তা দ্বিগুণ হওয়ার ভরসা দেয় না। বঞ্চিত নির্যাতিত অন্নদাতারা সব মিলাইয়া হতাশ। কৃষিকে 'রাজ্যের বিষয়' বলিয়া দায় এড়াইতে চাইলেও পার পাইবেন না দিল্লীশ্বর। কারণ হাততালি কুড়াইবার সময় শেষ হইয়া গিয়াছে। সংগত বাঁকা প্রশ্ন উঠিয়াছে ঘরের ভিতর থেকেই। বিজেপি এমপি গড্ডিগৌধরের নেতৃত্বাধীন কৃষি বিষয়ক সংসদীয় কমিটিও কৃষকের বেহাল দশা নিয়া বিরূপ প্রশ্ন তুলিয়াছে। করোনাকালের দু'বছরে অর্থনীতিকে যে অভূতপূর্ব সাপোর্ট কৃষি দিয়াছে, তাহার কারিগরদের সঙ্গে এই আচরণ সর্বার্থে নিন্দনীয়। সরকারের মন ও মুখ আর কবে এক এবং মানবিক হইবে , সেই প্রশ্নও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে?

মা ও মাতৃভূমিকে সম্মান করাই ঐক্য ও সংহতি : ইন্দ্রেশ কুমার

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : মা ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করাই ত্যাগ, সমৃদ্ধি, ঐক্য ও সংহতি। সারা বিশ্বকে এই পথই দেখাতে হবে বলে জোর দিয়ে বললেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ইন্দ্রেশ কুমার। তিনি বলেন, আমাদের ডিএনএ এক এবং ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালের আগে সমস্ত ভারতীয় একই ছিল। হিন্দু ও হিন্দুত্বের কারণেই পৃথিবীতে শান্তি আছে। শনিবার বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার এবং ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টসের (আইজিএনসিএ) উদ্যোগে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী "দীপোৎসব: পঞ্চ পণ" অনুষ্ঠানের শেষ হয়েছে। শেষ দিনের অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইজিএনসিএ-এর সদস্য সচিব ডঃ সচ্চিদানন্দ জোশী। "ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন" থিমের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ইন্দ্রেশ কুমার বলেন, ভারত তীর্থস্থান, উৎসব ও মেলার দেশ। তীর্থ, উৎসব ও মেলা হল ঐক্য ও একাত্মের পথ। এগুলো আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং সংস্কার দেয়, তাই ভারতীয় মানবতা এবং জীবন মূল্য সর্বোত্তম। মেলা-উৎসব থেকে লাখ লাখ মানুষ কর্মসংস্থান, রুটি-রুজি পায়। কুটির শিল্পকেও উৎসাহিত করা হয়। আগস্ট মাসেই সারা বছরের জন্য অন্নের সংস্থান পেয়েছেন ৪৮ লাখ মানুষ। ইন্দ্রেশ কুমার আরও বলেন, ঈশ্বর সমগ্র বিশ্ব পরিচালনা করেন। শুধু ঈশ্বরই বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, দেশের মানুষকে তাদের নিজস্ব ভাষা, দেশ, পরিবেশের স্বপ্ন দেখান। সবাই স্বপ্ন দেখে নিজের ভাষায়, অন্য ভাষায় নয়। প্রতি রাতে ভগবান আমাদের স্বপ্নে আসেন এবং বলেন যে, আপনি একজন ভারতীয় ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। আমরা এক ছিলাম, আছি এবং থাকব। সমস্ত ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ সত্ত্বেও আমরা এক ভারতীয়। তিনি আরও বলেন, ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা। দুনিয়ার সব কাজ ঈশ্বরই করেন। ঈশ্বর আমাদের এক করেছেন, আমাদের অনেক বৈচিত্র দিয়েছেন। তিনি বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে ভালো-মন্দ ঠিক হয় কর্ম দ্বারাই। একই বংশ এবং ডিএনএ থাকার পরেও যদি কংসকে অসুর বলা হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানও হয়েছেন। আমরা আমাদের ধর্ম পরিবর্তন করতে পারি, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পরিবর্তন করতে পারি না। ভারতীয় সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ভোগে সম্মান থাকতে পারে, পূজা হতে পারে না। ত্যাগের মধ্যে শ্রদ্ধা আছে। এই শক্তিতে ভারত বিশ্বগুরু হয়ে ওঠে। আমরা জাদুবিদ্যার জগত নই। আমরা শৃঙ্খলা, ত্যাগ ও সেবার সমাজ। আমাদের বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে হবে। কর্ম এবং চরিত্র নির্ধারণ করে যে, এটি ভাল না খারাপ। খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। প্রতিটি সম্প্রদায় তার দেশ দ্বারা চিহ্নিত হয়। আমাদের দেশের পাঁচটি নাম আছে, বাকিদের আছে মাত্র একটি। মা ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। তিনি পাঁচবার মায়ের নাম উচ্চারণ করে বললেন, এটাই পঞ্চ পণ। আমাদের সারা বিশ্বের সঙ্গে কথা বলা উচিত।এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা আইজিএনসিএ-র ট্রাস্টি ডক্টর সোনাল মানসিংহ। এ সময় নবোত্থানের মৃৎশিল্প এবং যুগবার্তার দীপাবলির ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে হিন্দুস্থান সমাচারের পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

তেভাগা বিপ্লবী ইলা মিত্রকে জেলের মধ্যেই ধর্ষণ

ড. কুমারেশ চক্রবর্তী

এক কিশোরী কন্যা অনন্য প্রতিভার অধিকারী। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ অ্যাথলেটিক্স রাজ্যের জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ন। একই সঙ্গে অন্যান্য খেলাধুলায় সবার আগে।

লং জাম্প হাই জাম্প, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন সবেতেই সে সবার আগে। এমন প্রতিভা বঙ্গ ক্রীড়া জগতে বিরল ঘটনা। এই যোলো বছরের বেথুন স্কুলের ছাত্রীর নাম ইলা সেন। তার বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন, তিনি তৎকালীন ইংরেজ সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু খেলা, নয় গানে অভিনয়ে সমান পারদর্শী। আবার সমাজ সচেতন রাজনীতি সচেতন স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় সমর্থক।

সেই সময় অ্যাথলেটিকে বাংলা তথা সারাভারতে ইলা সেন যেমন পরিচিত তেমনি জনপ্রিয় তাই ১৯৪০-এর টোকিও অলিম্পিকের জন্য তিনি নির্বাচিত হলেন। তিনিই প্রথম বাঙালি নারী অলিম্পিকে অ্যাথলেটিক্সের জন্য নির্বাচিত হন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় অলিম্পিক বাতিল হয়ে যায়। তা না হয়ে ইলার সামনে একটা ইতিহাস রচনার সুযোগ ছিল যা থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন।

খেলার মাঠ থেকে তিনি বিদায় নিলেও সংগ্রামের ময়দানে তিনি আবার ফিরে এলেন তেভাগা আন্দোলনের বিপ্লবী নেত্রী রানীমা রূপে। বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে গড়ে তুললেন কৃষক আন্দোলনের এক নতুন ইতিহাস। তেভাগা আন্দোলন। সেই সময় কৃষকরা নানাভাবে শোষিত শাসিত অত্যাচারিত নির্ধাতিত হতেন, প্রতারিত হতেন জোতদারদের হাতে। কৃষকের ঋণের সামান্য পাঁচ টাকা হয়ে যেত পাঁচ হারিয়ে তারা হতেন সর্বহারা। এই কলঙ্ক জনক জীবন থেকে কৃষক সমাজকে মুক্ত করার জন্য জেলাতে গেলেন নতুন করে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে। সেই সময় কৃষকেরা নিজেদের জমিতে চাষ করতো ফসল-ফলাতো, পরিশ্রম করে টাকা খরচ করে ফসল উৎপনের পর সেই ফসল অর্ধেক নিয়ে চলে যেত জোতদার। অর্ধেক ফসলে কৃষকদের সারা বছর খাওয়াই চলতো না, তারপর লেখাপড়া তো দূরের কথা। তাই কৃষকরা দাবি তুললেন, ফসল কে তিন ভাগ করে দুভাগ দিতে হবে কৃষকদের একভাগ যাবে জোতদার বা জমিদারদের কাছে। এই নিয়েই শুরু হল তেভাগা আন্দোলন। স্থানীয় ভাষায় অবশ্য এর অন্য একটা নাম ছিল, বলা হত সাত আটি বা ৭ অরিজিন। সেই সময়ে নিয়ম ছিল ২০ আটি ধান কৃষকরা কাটবে মাড়াই করবে ছাড়াই করবে এবং জোতদারের ঘরে তুলে দেবে।

তিন আটি। আটি বলতে এক কাঠা অথবা এক ধামা বোঝায়। যাইহোক কৃষকেরা দাবি করলেন সাত আটি কমপক্ষে দিতে হবে। এর ভিত্তিতেই শুরু হল আন্দোলন যা তেভাগা নামে বিখ্যাত। সেই সময় অবিভক্ত বাংলার ১৯টা জেলায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ কৃষক এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুসলমান দলিত সাঁওতাল এবং গরিব কৃষক।

১৯৪০ সালে ইলা বেখুন স্কুল থেকে মেট্রকুলেশন পাস করে। তারপর ওই কলেজ থেকেই আইএ এবং বিএ পাস করে। ছাত্র জীবনেই কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কে সে চলে আসে এবং সেই সময়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

বাংলায় ইংরেজ শাসকদের শাসন শোষণ ও কৃষক সমাজের উপর অত্যাচারের ফলে ১৩৫০ অর্থাৎ ১৯৪২ সালে দেখা দেয় এক ভয়াবহ অবতপূর্ব দুর্ভিক্ষ যাকে আমরা পঞ্চাশের মন্বন্তর বলি। লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়। কলকাতা সহ শহর, গ্রামাঞ্চলে হাজার হাজার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ইলা এবং তার বন্ধু বান্ধ বেরা মন্বন্তরের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। খাদ্য, বস্ত্র ও তাদের কাছে পানীয় পৌঁছে দেয়ার আশ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে।

১৯৪৬-এর কুখ্যাত হিন্দু মুসলিম দাঙ্গাতেও ইলা সেন কমিউনিস্ট পাটির পক্ষ থেকে সেই দাঙ্গা বন্ধ করতে এবং আহতদের পরিষেবা দিতে নির্ভয়ে দাঙ্গার স্থলে পৌঁছে যায়। দাঙ্গা ক্ষেত্রে তার ভূমিকা দেখে সকলেই অত্যন্ত চমকিত হয়। পাটির নির্দেশে তিনি চলে যান নোয়াখালীতে। কলকাতা ও নোয়াখালীতে দাঙ্গার সবচেয়ে মর্মান্তিক কলঙ্কজনক ক্ষতস্থান সৃষ্টি হয়েছিল। নোয়াখালীতেও নির্ভীক সাহসী ইলা সকলের সঙ্গে দাঙ্গা বন্ধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একইসঙ্গে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা, খাদ্য, বস্তু, পানীয় ছাড়াও তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ান। তার এই সৎ সাহস ও জনসেবা গান্ধীজীর প্রশংসা অর্জন করে। ইলা সেন যখন বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্বে হয়ে যায় রমেন্দ্রনাথ মিত্রর সঙ্গে। ১৯৪৫ সালে নবাবগঞ্জ থানার রামচন্দ্রপুর হাটের জমিদার মহিম চন্দ্র ও বিশ্বামায়া মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র রমেন্দ্রনাথ মিত্র অর্থাৎ রমেনের সঙ্গে তিনি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। ছিলেন খোলা আকাশের পাখি, বন্দি হলেন খাঁচায় কিন্তু তাতেও তার স্বভাবের পরিবর্তন হলো না। অন্দরমহলে থেকেও তিনি সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে লাগলেন। তার মন প্রান ছটফট করছে এই অন্দরমহলের ঘেরাটোপ থেকে বাইরে আসার জন্য। সুযোগ এসে গেল। স্বামী রমেন মিত্রের বন্ধু আলতাফের সহয়োগিতায় তিনি একটি স্কুল গড়ে তুললেন। অনেক কষ্টে স্বামীর সহযোগিতায় অনুমতি পেলেন বাড়ির বাইরে পা দেবার জন্য, কিন্তু শর্ত হলো বাড়ি থেকে তাকে গরুর গাড়ি করে স্কুলে যেতে হবে। অথচ স্কুল বাড়র খুব কাছেই মাত্র ৪০০ গজ দূরে। যাই হোক কিছুদিন সেই ভাবেই গরুর গাড়িতে তিনি যাতায়াত করলেন তারপর অনুমাতি পেলেন পায়ে হেটে স্কুলে যাওয়া এবং আসার। মাত্র তিনজনকে নিয়ে যে স্কুল তৈরি হয়েছিল কয়েক মাসের মধ্যেই সেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হয়ে গেল ৫০ এইভাবে ইলা মিত্র সমাজ গড়ে তোলার কাজে যুক্ত থেকে গেলেন।

অবশেষে তেভাগা আন্দোলন। রমেন এবং ইলা দুজনেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন ফলে তেভাগা আন্দোলনে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করা সহজ হলো। তাছাড়া ইলা মিত্র ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, নির্ভীক এবং মানবিক। মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অসীম তাই কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমান, দলিত মানুষেরা ইলাকে নিজের মানুষ হিসেবেই গ্রহণ করলেন। অচিরেই ইলা মিত্র হয়ে গেলেন তাদের নয়নের মনি রানী মা। সকলেই মনে করলেন রানীমা তাদের মুক্তির দিশারী। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারত ভাগ হয়ে গেল। মিত্র পরিবারের জমিদারি থেকে গেল পূর্ব পাকিস্তানে। ইলা মিত্রের শাশুড়ির সিদ্ধান্ত নিলেন তারা ওখানেই থাকবেন। ফলে ইলা মিত্র, রমেন মিত্র ওখান থেকেই তেভাগা আন্দোলনের যুক্ত থাকতে পারলেন। এভাবে আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে শেষ হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু হলো স্বাধীনতার ঠিক পরেই। তখন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকার। তারা পাশবিক অত্যাচারে অকল্পনীয় দমন নীতির মাধ্যমে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে লাগলেন। কিন্তু কৃষক সমাজ তখন মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। সুতরাং আন্দোলন আরো জোরদার হল। কিন্তু হঠাৎ আন্দোলনকারীর এক অংশের হঠকারিতায় পাঁচজন পুলিশ নিহত হলো। ফলে মুসলিম লীগ সরকারের পুলিশ এবং সেনা ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রামবাসীদের উপর। একের পর এক গ্রাম জালিয়ে পুড়িয়ে ভেঙ্গে ধ্বংস করে দেয়া হলো। সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হলেন মহিলারা। খান সেনারা মেয়েদের বউদের ধরে ধর্ষণ করে হত্যা করতে লাগলো। সেই অবস্থার মধ্যে ৭ জানুয়ারি গ্রেফতার হলেন ইলা মিত্র এবং অন্যান্য বনু নেতৃবৃন্দ। প্রায় শতাধিক কর্মী ও নেতা ধরা পড়ে গেলেন।

আন্দোলনকারীরাই পুলিশকে হত্যা করেছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত নেতা কর্মীদের নাম ধাম আদায় করার জন্য প্রথম থেকেই ইলার উফর চলল অকথ্য দৈহিক অত্যাচার কিন্তু হাজার নির্যাতনেও ইলা মুখ খুললেন না। এরপর শুরু হল যৌন অত্যাচার। তাকে নগ্ন করে জেলের সেলে রেখে দেয়া হতো, নানান ভাবে যৌন নির্যাতন শুরু করা হলো, তার যোনিতে গরম ডিম ঢুকিয়ে দেয়া হলো। এইভাবে তিনি রক্তাক্ত হলেন বারবার জ্ঞান হারালেন। অবশেষে নাচোল থানা থেকে আনা হলো নবাবগঞ্জ থানায়। এখানেও পুলিশ এবং সেনারা স্বীকারোক্তি আদায়ের ব্যর্থ হলে নির্যাতন চূড়ান্ত আকার নিল। সবার সামনে তাকে প্রকাশ্যে ধর্ষণ করলো মুসলিম লীগের খান সেনারা। প্রায় মৃত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। তারপর রাজশাহী আদালতে তিনি প্রকাশ্যে বিবৃতি নির্যাতন করা হয়েছে ধর্ষণ করা হয়েছে। দুই বাংলার মানুষ শিউরে উঠলো বিস্ময়ে কুর্নিশ করল এই অগ্নিকন্যা ইলা মিত্রকে। অবশ্যই ছিলেন বলেই রানীমা ইলা মিত্র এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিচারে ইলা সহ ২৩ জনের যাবজীবন কারাদণ্ড হল। কিন্তু জেলে ক্রমে ইলা মিত্র মৃত্যু পথে এগিয়ে চললেন। সৌভাগ্যবশত তখন পূর্ববঙ্গ যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ায় ফজলুর রহমানের চেষ্টায় চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। প্যারোলে মুক্তি পেয়ে ইলা মিত্র, রমেন মিত্র কলকাতায় চলে এলেন। আর ফিরে যাননি। ভারতে এসেও রাজনৈতিক আশ্রয় না পাওয়াতে বহুদিন অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে বস্তিতে কাটাতে হয়েছে মিত্র পরিবারকে। অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ইলা মিত্র এমএ পাস করে সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করলেন। তারপর মানিকতলা কেন্দ্র থেকে বার বার চার বার জনপ্রিয় সমাজকর্মী হিসেবে বিধানসভায় নির্বাচিত হলেন। এই মহীয়সী নারীর জন্ম কলকাতায় ১৮ অক্টোবর, ১৯২৫ কলকাতাতেই তার জীবন অবসান হয় ১৩ অক্টোবর ২০২০ সালে। আমার সৌভাগ্য ইলা মিত্রের সঙ্গে বহু বছর কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বাংলায় ইলা মিত্র অবহেলিত থেকে গেলেন, অথচ মজার ব্যাপার ও বাংলায় আজও ইলা মিত্র জন্মদিন, মৃত্যুদিন এবং নানাভাবে তাদের প্রিয় অগ্নিকন্যা রানীমাকে স্মরণ করা হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> এই মহীয়সী নারীর জন্ম কলকাতায় ১৮ অক্টোবর, ১৯২৫ কলকাতাতেই তার জীবন অবসান হয় ১৩ অক্টোবর ২০২০ সালে। আমার সৌভাগ্য ইলা মিত্রের সঙ্গে বহু বছর কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বাংলায় ইলা মিত্র অবহেলিত থেকে গেলেন, অথচ মজার ব্যাপার ও বাংলায় আজও ইলা মিত্র জন্মদিন, মৃত্যুদিন এবং নানাভাবে তাদের প্রিয় অগ্নিকন্যা রানীমাকে স্মরণ করা হয়।

অসহিষ্ণুতার অধর্ম এক সামাজিক ব্যাধি

প্রদীপ্ত মোবারক

ঈশ্বর তার প্রেরিত বার্তাবাহী পুরুষগণ ও ধর্ম। ধর্ম মানে কি ? আমার হিসাব অনুযায়ী ধর্ম মানে কাজ। যেমন চোখের কাজ দেখা, কানের কাজ শোনা, জলের কাজ তৃষ্ণা নিবারণ, খাদ্যের কাজ ক্ষুধানিবৃত্তি। আর মানুষের কাজ হল মানবিকতা অর্থাৎ মানবিক বুদ্ধি-বিচার সহযোগে কল্যাণমূলক কার্য- সম্পাদন। পৃথিবীর সব কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি, বৃক্ষ-লতাপাতা তাদের নিজস্ব ধর্ম পালন করে- মানুষেরও পালন করতে হয়, তাঁদের মানবিক ধর্ম। সবাই যখন নিজস্ব ধর্ম পালন করে, তবে সমস্যা কোথায়? এখন এই যে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ এসব কেনো?

এই দলাদলির মানে কী? একই মানবগোষ্ঠীকে ভেঙে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য কী? আমি মাত্র কয়েকটা দলের কথা বললাম। আবার, সেমেটিক-অসেমেটিক দল বিভাজন করতে গেলে এরকম ছোট-খাটো প্রবন্ধে কাজ হবে নাবিশালাকার এক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করতে হবে। মূলতঃ হিব্রু, আরব, আসিরীয় ও ফিনিশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেমেটিক ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। আর তার বিপরীত অসেমেটিক ধর্ম বলতে বোঝায় আর্য- অনার্য। সেমেটিক-অসেমেটিক শব্দ পরিচিতি এরূপ বাইবেলের বর্ণানুসারে নূহ ঈশ্বর-দূতের পুত্রের নাম ছিল শাম। তাঁর বংশধরগণ সেমেটীয় নামে পরিচিত। আর অসেমেটিক বলতে আর্য-অনার্যদের বোঝায়। আর্যরা আবার বৈদিক, অবৈদিক এই দুই ধারায় বিভক্ত ছিল। বৈদিক ধর্মকে হিন্দুবাদ বা ব্রাহ্মণ্যবাদ নামে অভিহিত করা হয়। আর অবৈদিক ধর্মগুলো হল শিখবাদ, বুদ্ধবাদ, জৈনবাদ ইত্যাদি। জরাথুস্টীয় ধর্মও একটি আর্য-অবৈদিক ধর্ম। অনার্য ধর্ম কনফুসীয় ও তাওবাদ-এর উৎপত্তি হয়েছিল চীনদেশে। শিন্টো ধর্মের উৎপত্তি জাপানে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীতে এতগুলো ধর্মাবলম্বীদের কাজ কি আলাদা-আলাদা? নাকি সকলের কাজ ওএক? সজ্ঞান-সচেতন মানুষ কী বলবেন? আমাদের সকলের শারীরিক ধর্ম বা কাজ এক, তাই না? আর আমরা যেহেতু মানুষ, তাই আমাদের মানবিক গুণগুলিও এক। এককথায় আমাদের সকলের মানবিক ধর্মও এক। তাই যদি হয়, তবে যুগে যুগে কেন বিভেদ-দ্বন্দ্বে জর্জরিত পৃথিবী? আমার বেশ মনে পড়ে- ছেলেবেলায় একরকম মজার খেলা দেখেছিলাম। একদল ছেলের দিকে আধুলী ছুঁড়ে দিয়ে কোনও একজন যুবক, বয়স্ক বা বৃদ্ধ মজা দেখতে থাক- যে নিতে পারবে, সেটি তারই হয়ে যাবে। আর একটা খেলা দেখেছিলাম দুটি ছেলেকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে সিটি বাজিয়ে মারামারি লাগিয়ে দেওয়া হত হার জিতের খেলা। কখনও অধিক সংখ্যক ছেলে দল বানিয়ে এরকম মারামারি খেলা চলতো। মার খেয়ে কেউ ঘায়েল হলে অন্য দল আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়তো, চিৎকার-চেঁচামেচি করতো। আঘাতপ্রাপ্ত বা আহত ছেলেটি মরলো কি বাঁচলো, সেদিকে কারও ভ্রুক্ষেপ নেই। অসহায় ছেলেটির প্রতি তাদের কোনো করুণা বা সহানুভূতির লেশমাত্র থাকতো না। এইসব দলাদলি, মারামারির নগ্নপ্রকাশ আজ দেখতে পাই বড়দের মধ্যে। কেনো? কেন, এই হানাহানির খেলা? আমার এ লেখার উদ্দেশ্য একটাই- আর তা হল ধর্ম-সংক্রান্ত ভ্রান্তির নিরসন আর স্রষ্টা-সম্পর্কিত ধারণার অস্পষ্টতা দূরীকরণ, যাতে মানুষে মানুষে ভ্রতৃত্ববোধের সঞ্চার হয়। নাস্তিকতাবাদ সম্পর্কে অনেক কিছু বলার থাকলেও আজ নয়। আজ বলবো, যাঁরা স্রষ্টায় বিশ্বাসী তাঁদের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় কথা। একটা কথা যুক্তিপূর্ণ যে স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিছুই সৃষ্টি হয় না (যদিও ডারউইন বিবর্তনবাদের কথা বলেছেন, তা এখানে আলোচ্য নয়)। এখন আসুন, আমরা জানার চেষ্টা করি-পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলিতে স্রষ্টা- সম্পর্কিত বক্তব্য কী? প্রথমে হিন্দু ধর্মের কথায় আসি। আর্য ধর্মগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ধর্ম হল হিন্দুধর্ম। হিন্দু একটি ফারসি শব্দ। সিন্ধু (নদীর নাম) ফারসি ভাষায় বলা হয় হিন্দু। হিন্দুধর্মের মতবাদ সাধারণত বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ-নির্ভর।

প্রথমেই দেখা যাক, প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগবেদ কী বলছে: জ্ঞানী ঋষিগণ এক ঈশ্বরকে বহু নামে ডাকে (ঋগবেদ ১:১৬৪:৬৪)। উপনিষদে আছে একমাদ্বিতীয়ম অর্থাৎ তিনি এক, দ্বিতীয় ছাড়া (চান্দগোয়া উপনিষদ ৬:২:১) এবার দেখা যাক, ইসলাম ধর্মগ্রন্থ আলকোরআন কী জানাচ্ছে- বলুন, তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় (সুরা ইখলাস, প্রথম আয়াত)। শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেব-এর প্রথম খন্ডে, (জাপুজী অধ্যায়ের প্রথম) জাতকহীন, তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি মহান এবং করুণাময়। জরাথুস্ট্রীয় ধর্মে স্রষ্টা বা আহুর মাজদা'র আটটি গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে-(১) তিনি একক (২) কোনও কিছুই তাঁর সদৃশ নয় (৩) তিনি আ

রোজগার মেলার শুভসূচনা, প্রধানমন্ত্রী বললেন আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলছি আমরা

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): রোজগার মেলার শুভসূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে রোজগার মেলার সূচনা করার পর প্রধানমন্ত্রী বললেন, উন্নত ভারতের সংকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা আত্মনির্ভর ভারতের পথে হাঁটছি। দেশে ১০ লক্ষ কর্মী নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিশেষ উদ্যোগ রোজগার মেলা। শনিবার ৭৫ হাজার জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'ভারতের যুবশক্তির জন্য এই কর্মসূচি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। বিগত ৮ বছরে দেশে যে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের অভিযান চলছে, তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে আরেকটি যোগসূত্র, এটি চাকরি মেলার সংযোগ।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আজ ৭৫ হাজার যুবককে নিয়োগপত্র দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিগত ৮ বছরে লক্ষাধিক যুবককে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। একইভাবে আগামী মাসগুলিতে ভারত সরকার লক্ষ লক্ষ যুবকের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরগুলিতে যদি তৎপরতা, দক্ষতা থাকে, তার নেপথ্যে রয়েছে ৭-৮ বছরের কঠোর পরিশ্রম, কর্ম যোগীদের একটি মহান সংকল্প।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'বর্তমানে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। ৭-৮ বছরের মধ্যে আমরা ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছি। এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ গত ৮ বছরে দেশের অর্থনীতির যে সব ত্রুটি ছিল, সেগুলো আমরা দূর করেছি।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা''-এর অধীনে, শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দেশের যুবকদের প্রশিক্ষিত করার জন্য একটি বিশাল অভিযান চলছে। এর অধীনে স্কিল ইন্ডিয়া অভিযানের সাহায্যে এখনও পর্যন্ত ১.২৫ কোটিরও বেশি যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।' মোদীর সংযোজন, 'গ্রামে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির আরেকটি উদাহরণ হল আমাদের খাদি এবং গ্রামশিল্প। দেশে প্রথমবারের মতো খাদি ও গ্রামশিল্প এক লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।'প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া অভিযান সমগ্র বিশ্বে আমাদের দেশের যুবকদের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ২০১৪ পর্যন্ত যেখানে দেশে মাত্র কয়েকশ স্টার্টআপ ছিল, বর্তমানে এই সংখ্যা ৮০ হাজার ছাড়িয়েছে। ভারত নানাভাবে আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। ভারত আমদানিকারক থেকে রফতানিকারকের ভূমিকা নিচ্ছে। ভারত অনেক ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক হাব হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ভারতের অগ্রগতির লক্ষ্যে বহু প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অমিত শাহ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অমিত শাহ বহু প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে মোদী জানিয়েছেন, সমবায় সেক্টরের সংস্কারেও তিনি প্রশংসনীয় কাজ করছেন। অমিত শাহের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।১৯৬৪ সালের ২২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেছিলেন অমিত শাহ। শনিবার ৫৮ তম জন্মদিনে অমিত শাহকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইট করে শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, অমিত শাহজিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি বহু প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সমবায় সেক্টরের সংস্কারেও তিনি প্রশংসনীয় কাজ করছেন। দেশের সেবায় তিনি দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনযাপন করুন এটাই কামনা করছি।

বৃদ্ধকে পিষে মারল হাতি, মৃতের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য বনদফতরের

জলপাইগুড়ি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলেন। স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেননি এমন বিপদ হবে তাঁর। তবে কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে যে অনেক ফারাক। যেন ঘটলও তাই। বাড়িতে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় এক বৃদ্ধকে পিষে মারল হাতি। মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী জলপাইগুড়ির বারোপেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দেউনিয়া পাড়া। বৃদ্ধের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস বন দফতরের।গত দু'দিন ধরে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন তিস্তা নদীর চরে আশ্রয় নিয়েছে একদল হাতি। সেই দলেরই একটি হাতি দলছুট হয়ে দেউনিয়া পাড়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। বেশ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। তিস্তা নদীর চরে আশ্রয় নেওয়া হাতির দলকে জঙ্গলে ফেরানো অভিযানে নামার কথা বন দফতরের।জলপাইগুড়ির বারোপেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দেউনিয়া পাড়ার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা নীলকান্ত ওঁরাও। শুক্রবার রাতে নিজের বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলেন তিনি। শনিবার ভোরের দিকে একটি দাঁতাল বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বৃদ্ধকে পিষে মারে। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান নীলকান্তবাবুর বাড়ি ভেঙে গিয়েছে। আর ওই ভাঙা বাড়িতে পড়ে রয়েছে বৃদ্ধের দেহ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বৈকণ্ঠপুর বন বিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মী ও পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। মৃতের পরিবারের পাশে বন দফতর। মৃতের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের এক সদস্যের চাকরির ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস বনদফতরের। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধের পরই হাতি তাড়ানোর কাজ শুরু হবে। তার আগে চর এলাকায় যারা অবৈধভাবে চাষাবাদ এবং বসবাস শুরু করেছেন তাদের অন্যত্র সরে যাওয়ার নির্দেশিকা জারি করেছে বন দফতর।

উত্তরাখণ্ডে তুষারঝড়ে মৃত্যু হল পশ্চিমবঙ্গের পর্বতারোহীর

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): দীপাবলির প্রাক্কালে এল শোকের খবর। পর্বতারোহণে গিয়ে মৃত্যু হল বাংলার পর্বতারোহীর। উত্তরাখণ্ডের গিয়া বিনায়ক পাসে তুষারঝড়ের কবলে পড়ে মৃত্যু হল নির্মল বিশ্বাস নাম পশ্চিমবঙ্গের পর্বতারোহীর। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার নিমতার আলিপুরের বাসিন্দা ছিলেন। চলতি মাসের ১১ তারিখ উত্তরাখণ্ডের গিয়া বিনায়ক পাসে তুষারঝড়ের কবলে পড়েন তিনি। আর তার জেরেই মৃত্যু হয় তাঁর। গত ১৯ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে খবর। এই দুঃসংবাদে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পর্বতারোহীর পরিবারের সদস্যরা। চলছে দেহ ফেরানোর প্রস্তুতি।

আর পর্বতারোহণের প্রবল নেশা ছিল তাঁর। প্রত্যেক বছরই কোথাও না কোথাও গিয়েছিলেন নির্মল। এবার তাঁর জয়ের লক্ষ্য ছিল উত্তরাখণ্ডের গিয়া বিনায়ক পাস। সেখানে গিয়ে পৌঁছন নির্মলবাবু। কিন্তু গত ১৯ অক্টোবর গিয়া বিনায়ক পাসে প্রবল তুষারঝড় শুরু হয়। আর তাতেই প্রাণ হারান নির্মল বিশ্বাস।

নির্মলবাবুর বোন জানান, দু'দিন ধরে দাদার সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। নেটওয়ার্কের সমস্যা মনে করে অপেক্ষা করছিলেন। যদিও যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছিল। তবে শুক্রবার ভুল ভাঙে পরিবারের। টেলিফোনে দাদার মৃত্যু সংবাদ মেলে। নির্মলবাবুর মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনি। দীপাবলির আগেই বিশ্বাস পরিবারে নেমে এল অন্ধকার। এখন গোটা বিশ্বাস পরিবার দেহ ফেরার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। এর আগেও বেশ কয়েকটি শৃঙ্গ জয় করেছেন নির্মলবাবু। এবার পাড়ি দিয়েছিলেন অন্যতম কঠিন শৃঙ্গ জয়ের উদ্দেশ্যে। কিন্তু শৃঙ্গ জয়ের আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন নিমতার বাসিন্দা। শোকে বিহ্বল গোটা বিশ্বাস পরিবার থেকে পাড়া প্রতিবেশী। উল্লেখ্য, অক্টোবর মাসে উত্তরকাশীতে ১৩ হাজার ফুট উচ্চতায় ট্রেকিং করতে গিয়ে বিপাকে পড়েন পর্বতারোহীরা। সেখানে ১০ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই উত্তরাখণ্ডে মৃত্যু হল বাংলার পর্বতারোহীর।

চরম সতর্কতা জারি গোটা সুন্দরবনে

সুন্দরবন, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : আতঙ্কের প্রহর গুণছে সুন্দরবন। আবহাওয়া দফতরের সতর্কবার্তা। ঘূর্ণিঝড়ের বার্তায় ইতিমধ্যেই এ নিয়ে চরম সতর্কতা জারি হয়েছে গোটা সুন্দরবনে। একদিকে যেমন মাইকে প্রচার করা হচ্ছে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে, তেমনি অন্যদিকে সুন্দরবনের নদী খাঁড়িতে মাছ ধরতে যাওয়ার উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। আর ঘূর্ণিঝড় হলে সেই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। সিত্রাং-এর প্রভাবে যাতে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীরা বিপদে না পড়েন সেই কারণে, জেলার মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মৎস্য দফতর। এই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কেউ গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে তার লাইসেন্সও বাতিল করা হতে পারে বলে মৎস্য দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি নদী তীরবর্তী মানুষজনকে সরে আসার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন উপকূল এলাকা ঝড়খালি, গোসাবা, বাসন্তী-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের তরফ থেকে মাইকিং-এর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে এলাকার মানুষজনকে। কাকদ্বীপ মহকুমার বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতায় মাইকে প্রচার।

কালীপুজোয় বাড়ছে বিকল্প প্লাস্টিকের মালার বাজার

রায়গঞ্জ, ২২ অক্টোবর (হি.স.): "মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন"। মায়ের পুজোর প্রধান উচ্চারই হল লাল জবাফুল। কিন্তু এবার চাহিদার তুলনায় জবাফুল ফুটছে কম। তাই বিপুল চাহিদা প্লাস্টিকের লাল জবার। কারণ, জবা ছাড়া শ্যামার আরাধনা চলবে না। সারা বছর, বিশেষ করে কালীপুজোর সময় লাল জবার চাহিদা থাকে তুঙ্গে। কিন্তু এত জবা প্রকৃতিও জোগান দিতে পারছে না। চাহিদা মেটাতে দামে কম প্লাস্টিকের লাল জবা বিকল্প হিসাবে বাজারে বিকোচ্ছে। সহজে নষ্টও হয় না, আবার চাহিদামতো সরবরাহও করা যায়। কালীপুজোর চাহিদা বাড়ছে প্লাস্টিকের লাল জবা এবং মালার। উত্তর দিনাজপুরের প্লাস্টিক ফুল তৈরির কারখানা থেকে কাঁচামাল কিনে এনে রায়গঞ্জের ঘরে ঘরে এই মুহূর্তে চলছে মালা তৈরির কাজ। সেই মালা প্রাকৃতিক লাল জবার বিকল্প হিসেবে শোভা পাবে মা কালীর গলায়। রায়গঞ্জ এলাকার সুভাষগঞ্জ, কাঞ্চনপল্লি, পালপাড়া, কান্তনগর প্রভৃতি অঞ্চল প্লাস্টিক ফুলের মালা তৈরির বড়সড় কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। প্লাস্টিকের ফুল এখন এলাকার কুটিরশিল্পে পরিণত। কারিগর সুনীল পাল সারা বছর সাইকেল মেরামতির কাজ করে কোনওরকমে সংসার চালান। কালীপুজোর আগে পরিবারের সকলকে নিয়ে প্লাস্টিকের জবাফুলের মালা তৈরিতে হাত লাগান অন্য বহু পরিবারের মতোই। পুজোর আগে অতিরিক্ত কিছু টাকা আয় হয়। দুই মেয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে সুনীল এই সময় সারাদিন ব্যস্ত থাকেন মালা তৈরির কাজে।

সায়গল হোসেনকে দিল্লিতে পৌঁছলেন ইডির আধিকারিকরা

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী সায়গল হোসেনকে দিল্লিতে পৌঁছলেন ইডির আধিকারিকরা। গরু পাচার মামলার তদন্তে আগেই গ্রেফতার হয়েছিল সায়গল হোসেন। গরুপাচার কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত সায়গল হোসেনকে জালিয়ানওয়ালানবাগ-অমৃতসর এক্সপ্রেসে করে সকাল ১১ টা ১০ মিনিটে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়। পুলিশের কড়া নজরদারিতে সায়গলকে দিল্লি আনা হয়। স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটেই স্টেশন চত্বর থেকে বাইরে আসে সায়গল। এরপর তাঁকে গাড়িতে চাপিয়ে স্টেশন থেকে নিয়ে বেরিয়ে যান আধিকারিকরা। সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই, হাত নেড়ে বলে দিলেন কোনও উত্তর দেবেন না।ইডি আধিকারিকরা সায়গলকে দিল্লিতে টানা সাত দিন নিজেদের হেফাজতে রেখে জেরা করবে। গরুপাচার কাণ্ডে গ্রেফাতর অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী সায়গল হোসেনকে ইডির চোখা চোখা প্রশ্নর মুখোমুখি হতে হবে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। বর্তমানে আসানসোল সংশোধনাগারে রয়েছেন তিনি।প্রসঙ্গত, আসানসোল সংশোধনাগারে গিয়ে জেরা করার সময় সায়গল তদন্তে অসহযোগিতা করছিল বলে অভিযোগ করে এরফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরটেট। তাঁকে গ্রেফতার দেখিয়ে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয় ইডি। আসানসোল আদালত, কলকাতা হাইকোর্ট, দিল্লির পিএমএলএ আদালত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট সায়গলের আবেদন খারিজ করে দেয়।

উৎসবকে নিরুৎসাহিত করে, এমন ব্যক্তি বা ধারণাকে রুখতে হবে : আম্বেকর

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : সমস্ত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও ভারত এক এবং আমাদের উৎসবগুলি আমাদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের উৎসব-পার্বণ সমগ্র সমাজ ও দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখছে বলে মনে করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর।শনিবার হিন্দুস্থান সমাচার নিউজ এজেন্সি এবং ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টসের (আইজিএনসিএ) উদ্যোগে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী "দীপোৎসব: পঞ্চ পণ" অনুষ্ঠানের শেষ দিনে বিশেষ অতিথি হিসেবে সুনীল আম্বেকর এই বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, উৎসব-পার্বণের মধ্য দিয়ে আমাদের ঐক্যের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও শক্তির সঙ্গে এগিয়ে যাবে। সেজন্য কোনো ব্যক্তি বা ধারণা আমাদের উৎসবকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করলে তা বন্ধ করতে হবে। এই ধরনের ব্যক্তি এবং চিন্তা আমাদের আজকের এবং ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।তিনি আরও বলেন, আমাদের ঐক্য মজবুত রাখতে হলে আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে যে যারা উৎসব পালনের মত অবস্থায় নেই, তাদের যেন সমর্থন দেওয়া হয়। এই একতার অনুপ্রেরণা এবং উপলব্ধি যা আমরা আমাদের উৎসব থেকে পাই।

তিনি বলেন, ভারতীয় সমাজের মনে এটি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যে আমাদের সকলের মধ্যে একটিই উপাদান রয়েছে। আমাদের সাধক, বুদ্ধিজীবীরাও বিভিন্ন চিন্তার মাধ্যমে আমাদের সেই বার্তা দিয়ে আসছেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশ অতীতেও মসৃণভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। আগামী দিনে ঐক্যকে সুদৃঢ় রাখতে চাইলে আমাদের উৎসব-পার্বণগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে উদযাপন করতে হবে।আম্বেদকর বলেন, বিশ্বের অনেক দেশ আমাদের ধারণা, ক্ষমতা, ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে। হানাদাররা আমাদের সমাজকে বিভক্ত করার জন্য ভাষা, বর্ণ ও সংস্কৃতিকেও আক্রমণ করেছে, তবুও আমাদের ঐক্য অটুট ছিল। আমাদের উৎসবগুলো এতে বড় ভূমিকা রেখেছে। সেজন্য যারা আমাদের উৎসব ও সংস্কৃতি ধ্বংসের চেষ্টা করছে তাদের রুখতে হবে।আম্বেকর বলেন, আমাদের কেবল একটি জিনিস বুঝতে হবে যে ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, পোশাকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমরা এক এবং ঐক্যের সূত্রে রয়েছি। ভারতের সংস্কৃতি হল সংযোগ স্থাপনের সংস্কৃতি। আমাদের শিল্পকলাও আমাদের উৎসব, যা উৎসবের সঙ্গে জড়িত।সুনীল আম্বেকর ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরএসএস-এর রাষ্ট্রীয় কার্জকারিনী সদস্য ইন্দ্রেশ কুমার, ইন্দিরা গান্ধী কলা কেন্দ্রের ট্রাস্টি তথা রাজ্যসভার সাংসদ পদ্ম বিভূষণ ডাঃ সোনাল মানসিংহ ও অন্যান্যরা।

গুয়াহাটিতে ২১২ যুবক-যুবতীর হাতে নিয়োগপত্র প্রদান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দের

গুয়াহাটি, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : রেলওয়ে সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের শূন্যপদ পূরণের উদ্দেশ্যে আজ ২২ অক্টোবর দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানে 'রোজগার মেলা'র সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একাধিক স্থানে নবনিযুক্তদের উদ্দেশ্যে ভার্চুয়ালি ভাষণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের নতুন নিয়োগের জন্য অভিনন্দন জানান। 'রোজগার মেলা'র অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌ-পরিবহণ ও জলপথ এবং আয়ুষ দফতরের মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল আজ গুয়াহাটির রেলওয়ে রং ভবন কালচারাল হল-এ নবনির্বাচিত ২১২ জন যুবক-যুবতীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। আজকের অনুষ্ঠানে ডাক বিভাগে ৬০, রেলওয়েতে ৪৮, প্রতিরক্ষায় ১, ব্যাংকে ২৫, শ্রম ও নিয়োগ দফতরে ৫, গৃহ (সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ) দফতরে ৪২, অর্থ বিভাগে ৩১ জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল দেশের যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শক্তিশালী নেতৃত্বের অধীনে মেক-ইন ইন্ডিয়া এবং আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের মাধ্যমে দেশ এক নতুন উচ্চতা অতিক্রম করেছে।ভাষণ দিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনশুল গুপ্তা। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়েকে গুয়াহাটিতে এমন একটি বৃহৎ অনুষ্ঠান পরিচালনার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।গুয়াহাটিতি রোজগার মেলায় গুয়াহাটির সাংসদ কুইন ওজা, প্রদেশ বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পদস্থ ও উচ্চ পদস্থ আধিকারিক সহ বিভিন্ন সরকারি বিভাগের বরিষ্ঠ আধিকারিকদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নবনিযুক্ত সুবিধাপ্রাপকরা এমন এক বিশাল অনুষ্ঠানে নিয়োগপত্র লাভ করে আনন্দ প্রকাশ করেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করার জন্য এবং তাঁদের নির্ধারিত কর্তব্যের মাধ্যমে দেশের মানুষের সেবা করার সুযোগ প্রদানের জন্য তাঁরা সরকারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।একাধিক সরকারি পদক্ষেপ উদ্যোক্তা ও স্বনিয়োজনের জন্য ইকোসিস্টেম তৈরি করেছে। ভারতের গুরুত্ব পরিকাঠামো ও যোগাযোগের উপর, দেশের উপর যা বহুগুণ প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্মার্টসিটি মিশন, এএমআরইউটি, সকলের জন্য বাসস্থান, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোরগুলি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে ১০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। প্রথম দফায় দেশজুড়ে ৭৫, ০০০ নবনিযুক্ত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, যাঁরা ভারত সরকারের অধীনে ৩৮টি মন্ত্রক/বিভাগে যোগাদানের জন্য প্রস্তুত। যুবসমাজের জন্য চাকরির সুযোগ প্রদান ও দেশের নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারত জোড়ো যাত্রায় পা মেলাবেন শরদ পাওয়ার

মুম্বই, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে কেন্দ্রের মসনদ থেকে বিজেপিকে উৎখাত করতে বিজেপিবিরোধী জোট গড়ার চেষ্টা করে চলেছে আঞ্চলিক দলগুলি। সেই জোটে মমতার বড় ভরসা এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার। শরদই এবার সামিল হতে চলেছেন কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রায়। শনিবার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অশোক চবন জানিয়েছেন, শুধুমাত্র শরদ পাওয়ার নন, রাহুল গান্ধীর "হাত" শক্ত করতে ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নেবে এই বাবা-ছেলে জুটিও।

কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, কনাকুমারী থেকে শুরু হওয়া কংগ্রেসের ভারত জোড়া যাত্রা আগামী ৭ নভেম্বর মহারাষ্ট্রে ঢুকবে। আগামী ৯ নভেম্বর শরদ তাতে পা মেলাবেন। পাশাপাশি, উদ্ধব এবং আদিত্যও সেই কর্মসূচিতে সামিল হতে পারেন। সঙ্গে থাকবেন কংগ্রেস অন্য নেতারা।

ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের ব্যাখ্যা, গান্ধী পরিবারের বাইরে নতুন সভাপতি নির্বাচন থেকে শুরু করে ভারত জোড়ো যাত্রা, এই সবটুকুই করা হচ্ছে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে। মল্লিকার্জুন খাড়গে কংগ্রেসের নতুন সভাপতি হলেও তিনি গান্ধী পরিবারের অনুগত। তাই খাতায়-কলমে কংগ্রেসের সভাপতি পদ গান্ধী পরিবারের হাতে না থাকলেও বকলমে দল নিয়ন্ত্রণ হবে সেখান থেকেই।

সেজে উঠেছে অযোধ্যা

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): আলোর উৎসব দীপাবলির প্রাক্কালে রবিবার অযোধ্যায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৩ অক্টোবর, রবিবার অযোধ্যা সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সময়ে দীপোৎসব উদযাপনের সূচনা-সহ একাধিক কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র স্থান পরিদর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ভগবান শ্রী রামলাল্লা বিরাজমানের দর্শন ও পূজা করবেন তিনি, প্রতীকী ভগবান শ্রী রামের রাজ্যাভিষেক করবেন প্রধানমন্ত্রী। সবশেষে দীপোৎসব উদযাপনের সূচনা করবেন মোদী ও সন্ধ্যায় আরতি দর্শন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর আগমণের প্রাক্কালে সেজে উঠেছে অযোধ্যা।

রবিবার অযোধ্যায় যাবেন প্রধানমন্ত্রী, ওই দিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ ভগবান শ্রী রামলাল্লা বিরাজমানের দর্শন ও পূজা করবেন মোদী, এরপর শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র স্থান পরিদর্শন করবেন। বিকেল ৫.৪৫ মিনিটে তিনি প্রতীকী ভগবান শ্রী রামের রাজ্যাভিষেক করবেন। সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী আরতি প্রত্যক্ষ করবেন, যার পরে প্রধানমন্ত্রী দীপোৎসব উদযাপনের সূচনা করবেন। প্রসঙ্গত, এই বছর দীপোৎসবের ষষ্ঠ সংস্করণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এই প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী এই উদযাপনে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

করিমগঞ্জের সাদারাশি থেকে অপহৃত দুই স্কুল ছাত্রী, উত্তেজনা, আটক দুই

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ অক্টোবর (হি.স.) : দিনদুপুরে করিমগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠ সাদারাশি এলাকায় থেকে দুই স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করার ঘটনায় উত্তেজনা বিরাজ করছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। স্থানীয় মানুষ ও গিরীশগঞ্জ ওয়াচ পোস্ট পুলিশের সহযোগিতায় লক্ষ্মীবাজার রোডে অবস্থিত সারদা গ্যাস এজেন্সির সামনে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। আটক দুই যুবক উত্তর করিমগঞ্জের গিরীশগঞ্জ এবং গর্দারশি এলাকার যথাক্রমে ওসমান গনি ও রাসেল আহমেদ। জানা গেছে, করিমগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠ সাদরাশি এলাকা থেকে আজ শনিবার বেলা একটা নাগাদ এসএস ১০ ই ৯৫৪২ নম্বরের একটি অল্টো গাড়িতে করে দুই স্কুল ছাত্রীকে উঠিয়ে নিয়ে যায় অভিযুক্ত দুই যুবক ওসমান গনি ও রাসেল আহমেদ। সানীয়রা অল্টোর পিছে ধাওয়া করে আটক করে অল্টো গাড়িটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় গিরীশগঞ্জ ওয়াচপোস্টের পুলিশ। দুই যুবককে আটক করে ওয়াচপোস্টে নিয়ে যায় পুলিশ।স্থানীয়দের কাছে জানা গেছে, দুই দুষ্কৃতীর বাড়ি করিমগঞ্জের সাদারাশি এলাকায়। শনিবার সংগঠিত ঘটনায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করে এলাকাজুড়ে। এদিকে অন্য এক সূত্রের খবর, বিকালে আপস মীমাংসার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান হয়েছে।

চেতলার আবাসনে আগুন

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : চেতলার আবাসনে বিধ্বংসী আগুন। শনিবার চেতলার ধনশ্রী এনক্লেভের চার তলার ফ্ল্যাটে বিধ্বংসী আগুন লাগে। এর মধ্

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

মুখের কালো দাগ দূর হবে এই সহজ উপায়ে

যখনি আমাদের চেহারায় কালো দাগগুলি আসে তখন আমরা মুছে ফেলার জন্য একগুঁয়ে হয়ে যাই। দাগ, ব্রণের চিহ্ন থেকে শুরু করে ট্যানিং পর্যন্ত এই দাগগুলির পিছনে অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে। আপনি এই চিহ্নগুলি এড়াতে সক্ষম নাও হতে পারেন তবে আপনি অবশ্যই সেগুলি চিকিতা করতে পারেন ঘরোয়া উপায়ে।

কালো দাগগুলি কিভাবে দূর করার চেষ্টা করতে পারেন এমন পাঁচটি ঘরোয়া প্রতিকার আজকে থাকছে।

লেবুর রস

লেবুতে ভিটামিন সি ভরপুর, যা ত্বকের কালো দাগ হালকা করতে সহায়তা করে। আপনি স্পট ট্রিটমেন্ট চেষ্টা করতে পারেন এবং কয়েক সেকেন্ডের জন্য প্রভাবিত জায়গায় লেবুর রস ঘষতে পারেন। একবার শুকনো হয়ে গেলে, ঠাণ্ডা জল দিয়ে জায়গাটি ধুয়ে ফেলুন। দাগগুলি বিবর্ণ করার জন্য এই প্রক্রিয়াটি প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করুন।

অ্যালোভেরা জেল

আপনি যদি কালো দাগ এবং দাগের চিকিতা করতে চান তবে সংশ্লিষ্ট জায়গায় খাঁটি অ্যালোভেরা জেলটি প্রয়োগ করুন। কয়েক মিনিট ধরে জায়গাটি ম্যাসাজ করুন এবং শুকিয়ে নিন। আরও ভাল ফলাফলের জন্য, এটি নিয়মিত ব্যবহার করুন। ডিমের সাদা অংশ একটি ডিম নিন এবং কুসুম সরান এবং আপনার ত্বকে কেবল সাদা অংশটি প্রয়োগ করুন। শুকনো হয়ে গেলে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কালো দাগগুলি দূর করতে আপনি সপ্তাহে দু'বার এই চিকিতায় নিতে পারেন।

টমেটো

টমেটো ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। টমেটোর একটি খাঁটি তৈরি করুন এবং আপনার ত্বকে ১৫ মিনিটের জন্য ম্যাসেজ করুন এবং এটি ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ভাল ফলাফলের জন্য আপনি এটি মাসে দুইবার ব্যবহার করতে পারেন।

আঁচিল নিয়ে সমস্যায় আছেন?

আপনার চাঁদমুখটিকে কলঙ্ক এনে দেয়ার জন্য একটি আঁচিলই যথেষ্ট। আঁচিল হয় মূলত তৈল গ্রন্থির অতিরিক্ত কার্যকারিতার ফলে। এছাড়াও বয়ঃসন্ধিকালে ও গর্ভাবস্থায় হরমোনের পরিবর্তনের কারণেও আঁচিল হতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে আঁচিলের জন্য জেনেটিক কারণ ও অনেকাংশে দায়ী। আসুন জেনে নেই আঁচিল প্রতিরোধের বেশকিছু উপায়।

১. চিকিতকের তত্ত্বাবধানে ছোট একটি অপারেশন করে আঁচিল দূর করা হয়। ২. এক টুকরো তুলায় আপেল সিডার ভিনেগার নিয়ে আঁচিলের উপর রেখে ব্যান্ডেজ করে রাখুন। ঘন্টাখানেক রেখে আবার ধুয়ে ফেলুন। প্রতিদিন ব্যবহার করুন যতদিন না আঁচিল দূর হয়। ৩. আধা কোয়া রসুন আঁচিলের উপর রেখে সারারাত ব্যান্ডেজ করে রাখুন। কিছুদিন পর আঁচিল মুছে যাবে। ৪. কলার খোসার ভেতরের অংশ আঁচিলের উপর রাখুন। নিয়মিত ব্যবহারে আঁচিল শুকিয়ে পড়ে যাবে। ৫. এক চিমটি বেকিং সোডার সাথে কয়েক ফোটা ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে আঁচিলের উপর সারারাত রাখুন। কিছুদিন ব্যবহারে আঁচিল দূর হবে। ৬. আঁচিলের উপর স্ট্রবেরি কেটে রাখলে ও কাজে আসে। ৭. আঙ্গুর নিয়ে চিপে রস বানিয়ে প্রতিদিন কয়েকবার আঁচিলের উপর লাগান। নিয়মিত ব্যবহারে আঁচিল থেকে মুক্তি পাবেন। ৮. ত্বকের আঁচিলের উপর কিছু পরিমাণ অ্যালোভেরা জেল লাগিয়ে ম্যাসাজ করুন। ত্বক সম্পূর্ণ জেল শুষে নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এটি দিনে তিনবার দুই সপ্তাহ ব্যবহার করুন।

৯. পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে একটি পাত্রে পেঁয়াজ কুচি এবং আধা চা চামচ লবণ মিশিয়ে সারারাত ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে পরদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এটা আঁচিলের উপর ব্যবহার করুন। পরের দিন সকালে কুসুম কুসম গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এভাবে প্রতিরাতে ব্যবহার করুন।

মনে রাখবেন, আঁচিল কখনই খোঁচাখুঁচি করবেন না। এতে রক্তপাত হবে এবং পুনরায় ওই স্থানে আঁচিল হবে। আর উপরের সবগুলো প্রক্রিয়া একসাথে শুরু করতে যাবেন না। একটা কাজ না করলে আরেকটা শুরু করবেন।

এখন আপনার রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাবে রসুন

সুস্থতা সবারই কাম্য। তবে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের নানান রকম অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের জন্য রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সঙ্গেই বাড়ছে হৃদরোগের আশঙ্কাও।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক রাখার জন্য এবং ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কম করার জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস খুবই জরুরি।

আর যাদের উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যা রয়েছে, তাদের নিয়মিত রসুন খাওয়ার কথাও জানানো হচ্ছে।

সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী রসুন, এটি রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কম করে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকের মতো বিভিন্ন হৃদরোগের ঝুঁকি কম করতে সাহায্য করে। এছাড়া শুধু কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমানোই নয়, রসুনের আরো অনেক উপকারিতা আছে। এটি ওবেসিটির মতো ক্ষতিকর অসুখের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। শরীরে অত্যধিক মেদ জমতে দেয় না। নিয়মিত খাবারের তালিকায় রাখতে ওবেসিটি প্রতিরোধ করার পাশাপাশি নিয়মিত মদ্যপান ও ধূমপানের অভ্যাসও পরিত্যাগ করা যায় বলে জানা গেছে।

রসুনে যেসব উপকারী উপাদানগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো অ্যান্টিঅক্সেডেন্টস। এটি প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস উচ্চ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। তাই ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কম করে হার্ট অ্যাটাক কিংবা স্ট্রোকের মতো হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে রোজকার খাবারের তালিকায় রসুন রাখাটা খুবই জরুরি। রান্নায় রসুনের ব্যবহার হোক কিংবা খালি পেটে, যেকোনোভাবেই রসুন খেলে উপকার পাবেন। তবে শরীরে কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

কোলেস্টেরল কমাতে ওষুধ নয় রেড ওয়াইন খান

কোলেস্টেরলের সমস্যা এখন প্রায় ঘরে ঘরে।রক্তবাহকে সরু ও শক্ত করে ফেলে। রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে রক্তচাপ বাড়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও বেড়ে যায় কয়েক গুণ। জেনে নিন রোজের ডায়েটে কোন পানীয় রাখলে জব্দ হবে কোলেস্টেরল। ১) রেড ওয়াইন: কোলেস্টেরলের সমস্যা থাকলে অন্যান্য অ্যালকোহল থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন চিকিতকরা। তবে পরিমিত পরিমাণে রেড ওয়াইন খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা বিপদসীমার নীচে থাকে। এতে অনেক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে। নিয়ম মেনে খাওয়া গেলে হৃদ্যন্ত্রের স্বাস্থ্যরক্ষাও করে এই পানীয়। ২) টম্যাটোর রস: রোজ আধ কাপ করে টমেটোর রস খেতে পারলে কোলেস্টরল নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ৩) গ্রিন টি: অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ গ্রিন টি-তে থাকা ''ক্যাটাচিন'' শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ১২ সপ্তাহ ধরে নিয়মিত গ্রিন টি খেলে শরীরে লাইপোপ্রোটিনের মাত্রা প্রায় ১৬ শতাংশ কমে যায়। ৪) ওটের দুধ: রোজের খাদ্যতালিকায় ওটের দুধ থাকলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে কোলেস্টেরল। ওটসের দুধে রয়েছে বিটা গ্লুকোন। তা শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

কম খরচেই টাক মাথায় চুল গজানোর নতুন টোটকা

আমাদর বয়স বাড়ার কারণে অথবা বংশগত বা পরিবেশের প্রভাবে চুল পড়ে যেতে থাকে। তবে মাথার ত্বক বা স্ক্যাল্পে যদি আমরা উদ্দীপনা দিতে পারি, তাহলে মাথায় নতুন চুল গজানো সম্ভব। প্রতিটি চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা রয়েছে। এটাকে যদি বাড়ানো যায়, তাহলেও নতুন চুল গজানো সম্ভব।

মাথায় নতুন চুল গজানোর উপায়; প্রথম উপায় হলো ম্যাসাজ করা। নিয়মিত চুল ম্যাসাজ করতে হবে। এতে করে স্ক্যাল্পে রক্ত সঞ্চালন বাড়বে এবং স্ক্যাল্প উদ্দীপিত হবে।

চুলের গোঁড়ায় হেয়ার ফলিকল থাকে। ভাইব্রেশনের মাধ্যমে যদি ফলিকল উদ্দীপিত করা যায় তবে নতুন চুল গজানো সম্ভব।

এমন শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে যেটা আপনার স্ক্যাল্পের মৃত কোষগুলো ঝরে যেতে সাহায্য করবে। এই মৃত কোষগুলো স্ক্যাল্পের ফলিকল ব্লক করে রাখে, যে কারণে নতুন চুল গজানোর পথে বাঁধা দেয়। কেননা তখন স্ক্যাল্পে রক্ত সঞ্চালন কমে যায়। অল্প পরিমাণ শ্যাম্পু নিয়ে মাথায় ম্যাসাজের মত করে লাগিয়ে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিন।

পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করুন - আমাদের চুল মূলত কেরাটিন দিয়ে গঠিত। এটি অ্যামিনো এসিড দিয়ে তৈরি এক ধরণের প্রোটিন। তাই নতুন চুল গজানোর জন্যে অবশ্যই আপনার শরীরকে পর্যাপ্ত অ্যামিনো এসিড সরবরাহ করতে হবে। মাছ, মাংস, পনির, দুধ, ডিম - আপনার খাদ্য তালিকায় প্রতিদিনই এগুলোর অন্তত একটি রাখার চেষ্টা করুন।

আয়রন আর জিঙ্ক আপনার মাথার কোষে অক্সিজেন পরিবহন করে নিতে সহায়তা করবে আর নতুন টিস্যু তৈরিতে এবং ক্ষয়রোধে সহায়তা করবে। পরিমিত পরিমাণে আয়রন আর জিঙ্ক নতুন এবং দ্রুত চুল গজানোর জন্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মটরশুঁটি, বাদাম, কলিজা, মাংস, দুধে আপনার প্রয়োজনীয় জিংক আর আয়রন বিদ্যমান।

পেয়ারা, লেবু, কমলা, আনারস, কামরাঙা, কাঁচা মরিচে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। আপনার চুলের বৃদ্ধি এবং গজানোর জন্য সহায়ক।

কালোজিরা নতুন চুল গজানোর জন্যে সহায়ক। মাথায় কালোজিরার তেল ব্যবহার করা আর খাবারে কালোজিরা ব্যবহার খুব ভালো ফল দেয়।

নিয়মিত চুল পরিষ্কার রাখা এবং আঁচড়ানো। কিন্তু অতিরিক্ত আঁচড়ানো চুল পড়া বাড়িয়ে দেয়।

পেঁয়াজ এর রস চুলের গোড়ায় ভালো করে লাগিয়ে ১০ মিনিট রাখুন ঊ নিয়মিত ব্যবহার করলে নতুন চুল গজাবে।

মেহেদি পাতা কিছু দিন ঘন ঘন ব্যবহার করুন। পাতা বেটে লাগিয়ে শ্যাম্পু করে ফেলুন।

শুকনা আমলকি জলে ভিজিয়ে লাগাতে পারেন।

কালো জিরা তেল বা নির্যাস বেশি বেশি ব্যবহার করতে পারেন।

কথায় বলে যতনে রতন মেলে। নিয়মিত যত্ন নিন, পদ্ধতিগুলো মেনে চলুন। দেখবেন আপনার মাথায় নতুন চুল গজাতে শুরু করেছে।

ওজন কমানোর ১০টি সহজ ব্যায়াম

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চা করার বিকল্প নেই। সঠিক ডায়েট এবং শরীরচর্চার মাধ্যমে অতিরিক্ত ওজন দ্রুত কমানো যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত ওজন কমানোর জন্য প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ৩০০ মিনিট শরীরচর্চা করা আবশ্যকীয়।

তবে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে নানা ধরনের ব্যায়াম করে থাকেন।

এতে হীতে বিপরীত হয়ে থাকে। কারণ না বুঝে ব্যায়াম করলে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা পেতে পারেন। যা একসময় মারাত্মক আকারও ধারণ করতে পারে। তাই ওজন কমানোর আগে জানা উচিত কোন ব্যায়ামগুলো দ্রুত ওজন কমাবে? তেমনই ১০টি ব্যায়াম সম্পর্কে জেনে নিন, যা অতিরিক্ত ওজন কমাবে দ্রুত।

হাঁটা: হাঁটলে শরীর নানাভাবে উপকৃত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন অন্তত আধা ঘণ্টা করে হাঁটার অভ্যাস গড়তে হবে। এতে প্রায় ১৫০ ক্যালোরি পর্যন্ত বার্ন হতে পারে। এ ছাড়াও হাঁটা অনেকটাই নিরাপদ। চাইলে সকাল-বিকেল নিয়ম করে হাঁটতে পারেন। এতে দ্রুত ওজন কমবে।

দড়ি লাফ: অনেকেই কর্মব্যস্ততার কারণে নিয়মিত হাঁটার সময় বা সুযোগ পান না। তাদের জন্য দড়ি লাভ হতে পারে সেরা উপায়। দড়ি লাফের মাধ্যমে দ্রুত ক্যালোরি বার্ন করা যায়। গবেষণা বলছে, ১০ মিনিট হাঁটার চেয়ে দৈনিক ১০ মিনিট দড়ি লাফ দিলে বেশি ক্যালোরি বার্ন করা যায়। এতে পেশিও শক্তিশালী হয়।

হিট: হাই ইনটেনসেটি ইন্টারভাল ট্রেইনিং যাকে হিট বলা হয়। এটি এক ধরনের ব্যায়াম। ওজন কমানোর দুর্দান্ত উপায় হলো উচ্চতর ব্যায়ামের এই প্রশিক্ষণ। হিট ওয়ার্কআউট করার সময় শরীর কার্বোহাইড্রেটের পরিবর্তে ফ্যাট থেকে শক্তি ব্যবহার করে। এই ওয়ার্কআউটের মাধ্যমে অনেক ক্যালোরি বার্ন করা যায়। প্রতিদিন হিট এক্সারসাইজ করলে আপনার শরীর ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ফ্যাট-বার্নিং মোডে রাখবে।

শক্তি প্রশিক্ষণ: ওয়েট ট্রেনিং বা ওয়েট লিফিংয়ের মাধ্যমেও অতিরিক্ত ওজন কমানো যায়। আবার পেশি গঠনেও এই ওয়ার্কআউট অনেক কার্যকরী। শরীরের অতিরিক্ত চর্বি পোড়াতে সহায়তা করে ওয়েট ট্রেনিং। প্রতিদিন এক ঘণ্টার জন্য সপ্তাহে ৩-৫ বার ওয়েট ট্রেনিং করুন। ওয়েট ট্রেনিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে ২ দিন অন্তর একদিন করে বিরতি নিতে হবে।

সাঁতার: ওজন কমানোর সেরা ব্যায়ামগুলোর মধ্যে সাতাঁর অন্যতম। যাদের হাঁটু বা পিঠে ব্যথা থাকে; বিশেষ করে তাদের জন্য খুবই উপকারী এই অনুশীলনটি। সাঁতারের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টগুলো আরও শক্তিশালী হয়। এটি কার্ডিও ওয়ার্কআউট হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে ৩-৪ দিন অন্তত আধা ঘণ্টার জন্য সাঁতার কাটলে হৃদরোগ, স্ট্রোক, টাইপ-২ ডায়াবেটিসসহ ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমায়। এ ছাড়াও এটি খারাপ কোলেস্টেরল এবং রক্তচাপ কমায়।

সাইক্লিং: ওজন কমানোর আরও একটি দুর্দান্ত উপায় হলো সাইক্লিং। প্রতিদিন এক ঘণ্টা সাইক্লিং করলে ৪০০-৭৫০ ক্যালোরি পর্যন্ত বার্ন হয়।

পাইলেটস: বলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনেকেই পাইলেটস করে শরীর ফিট রাখেন। গবেষণা বলেছে, পাইলেটস আপনাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

জগিং: হাঁটার পাশাপাশি জগিং একটি বায়বীয় অনুশীলন। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে পারে জগিং। পাশাপাশি ওজন কমাতেও সহায়তা করে। প্রতিদিন জগিং করলে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত আপনার বিপাক হার বাড়বে।

গোলাপ জলের অসাধারণ কিছু উপকার

রূপচর্চায় গোলাপ জল কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষায় রাখে না। চুলের সৌন্দর্য বজায় রাখতে এর জুড়ি মেলা ভার। এটি চুলের পি.এইচ ব্যালেন্স বজায় রাখে। এটি ক্ষতিকারক চুলের জন্য ভালো বিকল্প। এতে অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অ্যান্টিসেপটিক রূপে কাজ করে এবং অ্যান্টিফাংগাল সংক্রামণ খুশকি প্রতিরোধে সক্ষম। সঠিক পদ্ধতিতে চুলে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক চুলের যত্নে গোলাপ জলের উপকারিতাগুলো-

গোলাপ জলের উপকারিতা

গোলাপ জল রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে। এটি খুব ভালো টোনার। গোলাপ জল ময়শ্চারাইজার হিসাবে কাজ করে। শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা পেতে গোলাপ জল দুর্দান্ত। এটি প্রাকৃতিক সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। চুলের ঘন ভাব ফেরানো এবং উজ্জ্বলতা বাড়াতে গোলাপ জল কার্যকারী।

চলুন জেনে নেয়া যাক চুলের যত্নে গোলাপ জলের ব্যবহার সম্পর্কে-

গোলাপ জলের হেয়ার মাস্ক

শুষ্ক ও রুক্ষ চুলের জন্য গোলাপ জলের হেয়ার মাস্ক অসাধারণ। ২ টেবিল চামচ গোলাপ জল এবং সমপরিমাণ অ্যালোভেরা জেল নিন। এবার এই উপাদান দুটি ভালোভাবে মিশ্রিত করুন। এবার মিশ্রণটি হাতের তালুতে নিয়ে মাথার স্ক্যাল্পে লাগিয়ে আঙ্গুল দিয়ে ভালো করে ম্যাসাজ করুন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শ্যাম্পু করে নিন। খুশকি চিকিতায় গোলাপ জল বিভিন্ন কারণে মাথায় খুশকি হয়ে থাকে। অতিরিক্ত তৈলাক্ত বা ড্রাই হওয়ার কারণে খুশকি হতে পারে। শীতকালে এই সমস্যা বেশি ভুগতে হয় মানুষকে। এই খুশকি চিকিতার জন্য গোলাপ জল খুব উপকারি। গোলাপ জল স্ক্যাল্পে অতিরিক্ত তৈলাক্ত ভাব দূর করে স্ক্যাল্পে ময়শ্চারাইজিং করে। ব্যবহার সমপরিমাণ গোলাপ জল এবং লেবুর রস নিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। এবার এটি স্ক্যাল্পে একটি তুলার বলের সাহায্য লাগিয়ে নিন। ৩০ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নিন। নিয়মিত একই ভাবে অনুসরণ করলে খুশকিকে চিরতরে বিদায় জানাতে বেশি সময় লাগবে না। সূর্যের ক্ষতি থেকে চুলকে বাঁচাতে গোলাপ জল সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে শুধু যে আমাদের ত্বকই ক্ষতি হয় তাই নয় বরং চুলের অনেক ক্ষতি হয়। সেটা হয়তো আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। কিন্তু সূর্যের এই ক্ষতিকারক রশ্মি আমাদের চুলের মারাত্মক ক্ষতি করে দিতে পারে। বাড়ি বসেই চুলের সমস্যার চিকিতা করতে পারেন এই উপায়ে।

ব্যবহার ১ টেবিল চামচ জোজবা অয়েল এবং ৫ চা চামচ গোলাপ জল নিয়ে মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণটিতে ১ টি ভিটামিন ক্যাপসুল মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি স্ক্যাল্পে লাগিয়ে হালকা ভাবে ম্যাসাজ করে অপেক্ষা করুন। ৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে নিন। ভালো ফল পেতে সপ্তাহে অন্তত ২ বার ব্যবহার করুন। পাকা চুলের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয় গোলাপ জল বর্তমানে কমবয়সী ছেলেমেয়েদের অকালে চুল পেকে যাছে। অতিরিক্ত পরিমাণ ভেজাল খাবার, রাস্তার তৈলাক্ত খাবার, লিভারের সমস্যায় চুল পেকে থাকে। এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে চাইলে চুলে গোলাপ জল ব্যবহার করতে পারেন। ব্যবহার ২ টেবিল চামচ পেঁয়াজের রসের সঙ্গে ৪ ফোঁটা গোলাপ জল মিশিয়ে চুলে লাগিয়ে নিন। ১ ঘণ্টা রেখে ভালো করে শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে একবার ব্যবহার করেই দেখুন না, আশা করি ভালো উপকার পাবেন।

শরীরের পাওয়ারহাউস ঠিক রাখতে এই ৫ খাবারেই জোর দেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞের

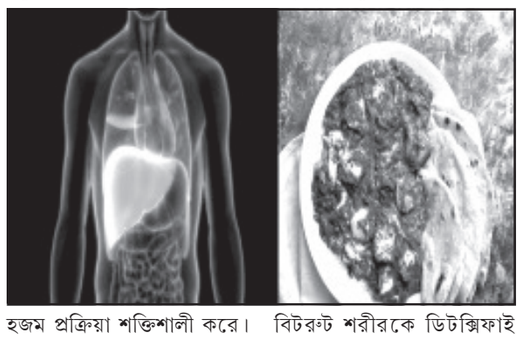

হৃতিণ্ড যদি শরীরের হেডঅফিস হয় তো লিভার হল পাওয়ারহাউস। সুস্থ থাকতে আগে পেট ঠিক রাখতে হবে। আর এই পেট ঠিক রাখার কাজ করে লিভার। শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় শক্তি আসে খাবার থেকেই। অতিরিক্ত তেল-মশলাদার খাবার খেলে চাপ পড়ে লিভারের উপর। হজম হতে চায় না বা হজম হলেও অনেকটা বেশি সময় লেগে যায়। সেই সঙ্গে পেট খারাপ, পেট ব্যথা এসব তো থাকেই। সারাদিন লিভার আমাদের অজান্তেই অনেক কাজ করে চলে, যে কারণে শরীর সুস্থ থাকে। আর তাই লিভারের কথাও ভাবতে হবে। সেই সঙ্গে পাকস্থলী, ফুসফুস অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখাও ভীষণ রকম জরুরি। এছাড়াও লিভার ভাল রাখতে নিয়মিত ওয়ার্কআউট, ডায়েট মেনে চলাও দরকার।

সম্প্রতি পুষ্টিবিদ লভনীত বাত্রা তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে,পরিপাকতন্ত্র পাওয়ার হাউস হিসেবে কাজ করে। রক্ত থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দিয়ে হজম প্রক্রিয়া শক্তিশালী করে। এছাড়াও ভিটামিন সঞ্চয় করতে সাহায্য করে ভিটামিন। এছাড়াও ডায়েটে আরও বেশ কিছু খাবার রাখার পরামর্শ দিয়েছেন পুষ্টিবিদ।

গমের শাক

গমের শাকে প্রচুর পরিমাণ ক্লোরোফিল থাকে। যা শরীর থেকে দূষিত টক্সিন বের করে দিতে সাহাযিয করে। এতে লিভার ভাল থাকে। সুস্থ থাকে। ঠিক ভাবে কাজ করতে পারে।

বিটজুস

বিটজুসের মধ্যে নাইট্রেটের পরিমাণ বেশি। বিটরুটে বেটালাইনস নামে একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও রয়েছে,যা লিভারকে প্রদাহ জনিত সমস্যা থেকে দূরে রাখে। এছাড়াও বিটরুট শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে এনজাইমের পরিমাণও বাড়ায়।

লাল আঙুর

লাল বা কালো আঙুরের মধ্যে রেসভেরাট্রলের মতো উপাদান থাকে যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মাত্রা বাড়াতে কাজ করে। এছাড়াও চলতে পারে বাতাবি লেবুর রস।

বাদাম

আখরোট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ। আখরোটের মধ্যে থাকে ওমেগা ৬ এবং ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এছাড়া আখরোটে পলিফেনল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও ভালো পরিমাণে থাকে। আখরোট শুকনো ফল যা ফ্যাটি লিভার রোগের ঝুঁকি কমায়।

পাখির মতো উড়তে পারে এই বিশেষ প্রজাতির সাপ?

একেবারে গাছের পাতার মতো দেখতে সবুজ সাপ আপনি দেখেছেন বা তাদের বিষয়ে শুনেছেন কখনও। অনেকে আবার বলেন, এই ধরনের সাপ উড়তেও পারে। আজকাল সুবজ এই সাপগুলির অনেক ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে। খালি চোখে এদের দেখতে পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ, গাছের সবুজ পাতায় বা মাটিতে ঘাসের সঙ্গে মিশে হারিয়ে যায় এরা। গুগলে গিয়ে যদি আপনি গ্রিন স্নেক লিখে সার্চ করেন, তাহলে অনেক ছবি দেখতে পাবেন। আবার কিছু ইউটিউব ভিডিয়োও দেখতে পাবেন। কিছু কিছু ছবিতে দেখতে পাবেন, এই ধরনের সুবজ সাপগুলি এক গাছ থেকে আর একটিতে উড়ে যাচ্ছে। আর তখন তাদের শরীরের ৮০-৯০ শতাংশ বাতাসে থাকে। সেই কারণেই এদের 'উড়ন্ত সাপ'ও বলা হয়। তবে এই সাপগুলি কিন্তু উড়তে পারে না।

তারা কেবল এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফ দেয়। তারা শরীরকে এমনভাবে মোচড় দেয় যে, তাদের শরীর উপরে-নিচে করার আকারে আসে এবং তারা বাতাসে লাফ দিতে সক্ষম হয়। সবুজ রঙের এই সাপগুলো কম বিষাক্ত। সাধারণত এরা মাছ, ব্যাঙ, পাখি ও বাদুড় খায়। ভারত, চিন, শ্রীলঙ্কা সহ আশপাশের অনেক দেশেই এই ধরনের সাপ পাওয়া যায়। এরা গাছের কাণ্ড বা পুরু ডালে বাস করতে পছন্দ করে না। সাধারণত গাছের উপরের দিকেই বসে এরা। তাদের শরীরের গঠন এমন, যে তারা সহজেই নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। যখন তাদের অন্য গাছে যেতে হয়, তখন তারা লাফিয়ে সেই গাছের চূড়ায় পৌঁছায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লাফানোর পর তারা মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত শরীরকে চ্যাপ্টা করে। এরপর এগুলো বেশ চওড়া হয়ে যায়। এখন আপনার মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে, সাপ কীভাবে লাফ দিতে পারে এবং না উড়েও এক গাছ থেকে অন্য গাছে কীভাবেই বা লাফায় তারা? সাপের পা নেই। তাই তারা তাদের পেশি এবং ত্বক ব্যবহার করে হাঁটে। এরা চারটি উপায়ে কাজ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল ঢেউয়ের আকারে সোজা হয়ে হাঁটার স্টাইল এবং শরীরকে সামান্য তুলে নেওয়া। এই সাপের পাঁচটি প্রজাতি রয়েছে এবং তারা সবই ক্রিসোপেলিয়ার অন্তর্গত।

মধ্যপ্রদেশের ৪.৫ লক্ষের বেশি সুবিধাভোগীর গৃহপ্রবেশ

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): ধনতেরাসে ''''গৃহপ্রবেশ'''' করলেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-র অধীনে ৪.৫ লক্ষেরও বেশি সুবিধাভোগী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শনিবার বিকেলে মধ্যপ্রদেশের সাতনায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-র অধীনে ৪.৫ লক্ষেরও বেশি সুবিধাভোগীদের ''''গৃহপ্রবেশ'''' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'একটা সময় ছিল যখন ধনতেরাসে শুধুমাত্র সেই সমস্ত মানুষজনই গাড়ি ও বাড়ির মতো বড় এবং দামী সম্পত্তি কিনতে পারতেন, যাদের কাছে সম্পদ এবং অর্থ ছিল। কিন্তু আজ ধনতেরাসে দেশের দরিদ্ররাও গৃহপ্রবেশ করছেন।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এটা আমাদের সরকারের সৌভাগ্য যে বিগত ৮ বছরে, ''''প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা''''-র অধীনে ৩.৫ কোটি পরিবারের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আমাদের সরকার দরিদ্রদের জন্য নিবেদিত, তাই আমাদের সরকার দরিদ্রদের ইচ্ছা, মন এবং চাহিদা সবচেয়ে বেশি বোঝে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি, আপনারা এখন যখন নতুন বাড়ি পেয়েছেন, তাই আপনারাও নিজেদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে নতুন শক্তি পেয়েছেন। অতএব, আজ কেবল গৃহপ্রবেশের দিন নয়, ঘরে সুখ, ঘরে নতুন সংকল্প, নতুন স্বপ্ন, নতুন উদ্যম এবং নতুন ভাগ্যের দিন।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে টয়লেট, বিদ্যুৎ, জল এবং গ্যাসের মত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি নিয়ে ''''প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'''' তৈরি করা হয়েছে। আগে দরিদ্রদের জন্য বাড়ির ঘোষণা করা হলেও, আলাদা শৌচাগার করতে হতো, বিদ্যুৎ, জল ও গ্যাস সংযোগের জন্য বিভিন্ন সরকারি দফতরে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হতো। প্রতিটি প্রতিটি দরিদ্র মানুষকে পাকা ছাদের বাড়ি দেওয়ার জন্য দিনরাত কাজ করছে আমাদের সরকার।

ঝাড়গ্রাম পুলিশের উদ্যোগে হারানোর মা''কে ফিরে পেলেন ঝাড়খণ্ডের যুবক

ঝাড়গ্রাম, ২২ অক্টোবর (হি.স.): আটদিন পর ঝাড়খণ্ড রাজ্যের গিরিডি জেলার পাথরডিহি গ্রামের যুবক ফিরে পেলেন তার হারানোর মা''কে।ঝাড়গ্রাম এসে হারিয়ে গিয়েছিলেন অলকা বেদি নামে এক বৃদ্ধা। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে পরিবারে সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালায়। অবশেষে আট দিন পরে শনিবার ঝাড়খন্ড রাজ্যের গিরিডি জেলার পাথরডিহি গ্রামের বাসিন্দা ছেলে রবি কুমারে হাতে মা আলোকা বেদিকে তুলে দিল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ।

পুলিশ ও প্রাশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ১৪ অক্টোবর ঝাড়গ্রাম থানার শক্তিনগর এলাকায় এক বৃদ্ধাকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন স্থানীয়রা। তাকে দেখে অনেকে ছেলে ধরা সন্দেহ করে। এদিকে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ বিষয়টি জানতে পেরে দ্রুততার সাথে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম থানায় নিয়ে আসে। ১৫ অক্টোবর ঝাড়গ্রাম মহকুমা শাসকের কাছে নিয়ম মাফিক পুলিশ ওই মহিলাকে নিয়ে আসে পুলিশ। মহকুমা শাসক বাবুলাল মাহাতো লিখিত নির্দেশ দেন যাতে পুলিশ তাকে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার দফতরের ওয়ান স্টপ সেন্টারে পাঁচ দিন রাখা হয়। সেই মোতাবেক ওই মহিলা হাসপাতসলে ছিলেন এবং চিকিৎসাও হয় তার। এদিকে পুলিশ ওই মহিলার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এরপর ১৯ অক্টোবর আবারও মহকুমা শাসকের কাছে হাজির করা হয়।তিনি আবারও ওর্ডার করেন হাসপাতালের ওই সেন্টারে রাখার জন্য। এবং পুলিশ যাতে বিষয়টি নিয়ে তৎপর হয় তাও বলেন।এদিকে ওই মহিলা নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে পারছিলেন না। পুলিশ পশাপাশি রাজ্য ঝাড়খন্ড, ওড়িশা ও পাশাপাশি জেলা গুলিতে মহিলার ছবি পাঠিয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালায়। তারপার এদিন শনিবার ঝাড়খন্ড রাজ্যের গিরিডি জেলার জামুয়া থানার পাথরডিহি গ্রামের বাসিন্দা রবি কুমার স্থানীয় পুলিশের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঝাড়গ্রাম থানায় আসেন। পুলিশ সনাক্তকরনের জন্য রবি কুমারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সহ নথি যাচাই করে। তারপর অলোকা বেদি নামে ওই মহিলাকে ছেলে রবি কুমারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঝাড়গ্রামের মহকুমা শাসক বাবুলাল মাহাতো বলেন ' পুলিশ ওই মহিলাকে উদ্ধার করেছিল।এরপর ওই মহিলাকে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার দফতরের ওয়ান স্টপ সেন্টারে রাখার ওর্ডার দেওয়া হয়েছিল।অন্যদিকে পুলিশ খোঁজ খবর চালাতে থাকে ছেলের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। ' এদিকে পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি ছেলে।

দক্ষিণ শালমারায় পিস্তল-গুলি সহ গ্রেফতার অর্থ দাবি-অপহরণ-গরুর চোরাকারবারে জড়িত যুবক

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ২২ অক্টোবর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারায় হাতে তৈরি একটি পিস্তল ও গুলি সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার দক্ষিণ শালমারা থানাধীন মুঠাখোয়া গ্রামের জনৈক সহর আলির ছেলে সাদ্দাম হুসেন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। সাদ্দাম হুসেন বিভিন্ন সময় অর্থ দাবি, অপহরণ ও গরুর চোরাকারবারে জড়িত বলে দাবি পুলিশের।গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ শনিবার ভোররাত প্রায় তিনটা নাগাদ দক্ষিণ শালমারা থানার এসআই ইলিয়াস আলি আহমেদের নেতৃত্বে এলাকার মুঠাখোয়া গ্রামে পুলিশ সহর আলির বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল। ওই অভিযানে ওই বাড়ির এক ঘরে মজুত একটি বাক্স থেকে হস্তনির্মিত পিস্তল, এক রাউন্ড সক্রিয় গুলি উদ্ধার হয়। অবৈধভাবে ঘরে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার দায়ে সহর আলির ছেলে সাদ্দাম হুসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। থানায় প্রদত্ত জেরায় স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সাদ্দামের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ধারায় মামলা রুজু করে তাকে গ্রেফতার করে এদিন দুপুরের দিকে আদালতে হাজির কররে পুলিশ। আদালত তাকে ধুবড়ি জেলা কারাগারে পাঠিয়েছে। এসআই ইলিয়াস আলি আহমেদ জানান, ধৃত সাদ্দাম হুসেন তার তিন সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে দুদিন আগে প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গ থেকে পায়ে হেঁটে ধুবড়ি হয়ে নিজের বাসায় এসেছিল। গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে আজ ভোররাতে তার বাসায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়। সে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে গরুর চোরাকারবারে জড়িত। এছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকার নাগরিকদের কাছে টাকা দাবি, অপহরণ সহ অন্য অপরাধজনিত কাজে জড়িত ছিল।

অভিনব কায়দায় পাচার : অন্ডালে যৌথ অভিযানে উদ্ধার বিপুল পরিমাণে গাঁজা, ধৃত ৩

দুর্গাপুর, ২২ অক্টোবর (হি.স.): ফের অভিনব কায়দায় গাঁজ পাচার! পিকআপ ভ্যানে বিশেষ বাক্স তৈরী করে তার ওপর নার্সারির চারগাছ নিয়ে যাওয়ার নামে আন্তঃরাজ্য গাঁজা পাচার। ১৯ নং জাতীয় সড়কের অন্ডালের ভাদুর মোড় এসটিএফ ও পুলিশের জালে ধরা পড়ল পড়ল ওই আন্তঃরাজ্য গাঁজা পাচারচক্র। উদ্ধার হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪ কুইন্টাল গাঁজা। ঘটনায় জড়িত ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার ধৃতদের আসানসোল আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন। প্রসঙ্গত, পুজোর মরশুমে নাশকতা ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকাতে সক্রিয় আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট পুলিশ। নাকা চেকিংয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশী চলছে জোরকদমে।

শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে ১৯ নং জাতীয় সড়কের ওপর অন্ডালের ভাদুর মোড়ে এসটিএফ ও পুলিশ হানা দেয়। গোপনসুত্রে খবর পাওয়া মত একটি পিকআপ ভ্যান আটক করে। গাড়ী ভর্তি নানান চারাগাছ। তারপর সন্দেহজনক গাড়িটি তল্লাশী শুরু করে এসটিএফ ও পুলিশ। পুরোনো গাড়ির দু''দিকের ডালাগুলিতে ছিল নতুন রঙের। এবং ডালাগুলি অস্বাভাবিক মোটা। আর তাতেই আরও সন্দেহ হয়। ডালা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ তদন্তকারীদের। ডালার ভেতর বিশেষ বাক্স। তার মধ্যে থোকা থোকা সাজানো গাঁজার প্যাকেট। এসটিএফ সূত্রে জানা গেছে উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ ৪ কুইন্টাল ৪৫ কেজি। উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ গাড়িটি আটক করা ছাড়াও পাচার চক্রে জড়িত চালক সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম সুধীর পান্ডে, বিহারের সারান জেলার বেলডির বাসুতি গ্রামের বাসিন্দা। সম্প্রতি ধানবাদে বাহুলিতে থাকে। এছাড়াও বাকি দুজন পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরের বাসিন্দা সান্টু ভুঁইয়া ও সনৎ ভুঁইয়া। জানা গেছে, ঝাড়খণ্ডের নাম্বার প্লেট লাগানো গাড়িটি পাচারের গাঁজা নিয়ে রওনা দিয়েছিল উড়িষ্যার বিশাখাপত্তনম থেকে নদিয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। শনিবার অভিযুক্তদের আসানসোল জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের জামিন খারিজ করে দেন। উল্লেখ্য, চলতি বছর গত ১৭ মে ওড়িষ্যা থেকে এরাজ্যে একইরকম কায়দায় পাচারের আগে কোকওভেন থানার শ্যামপুর মোড় কয়েক লক্ষ টাকার গাঁজা সহ ধরা পড়ে পাচারকারীরা। ওইদিন রাতে গোপনসুত্রে খবর পেয়ে এসটিএফ ও কোকওভেন থানার পুলিশ দুর্গাপুর শ্যামপুর মোড়ে হানা দেয়। এবং তল্লাশী শুরু করে। ওই সময় একটি লরি আটক করে তল্লাশী শুরু করে। তাতে লরির পিছনে বিশেষভাবে তৈরী বক্স নজরে পড়ে।

বক্সগুলো খুলতেই গাঁজার বান্ডিল বেরিয়ে আসে। প্রায় ৩০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। পাচার চক্রে শেখ বশির, আনন্দ বিশ্বাস, ঝন্টু ঘোষ, সঞ্জয় মল্লিক, কার্তিক সাহা ও দেবজ্যোতি সরকার ছ''জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতরা ওড়িষ্যার জলেশ্বর থেকে একটি লরিতে গাঁজা নিয়ে নবদ্বীপ যাচ্ছিল। গত ১৪ মে পান্ডবেশ্বর ডালুরবাঁধে ইসিএলের জবরদখল আবাসনে গাঁজা সহ দুজন ধরা পড়ে। তাদের কাছ থেকে ৪০ কেজি ৯০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়। গত ২৬ আগষ্ট অন্ডালে পাচারের আগে পুলিশের অভিযানে প্রচুর গাঁজা সহ ধরা পড়ে দুই পাচারকারী। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় সাড়ে ২২ কেজি গাঁজা। গত ২৪ জুলাই লাউদোহার তিলাবনির জঙ্গলে পাচারের আগে পুলিশের জালে ধরা পড়ে বস্তাভর্তি গাঁজাসহ দুই বমাল। গত ২০২১ সালের ১৯ নভেম্বর দুর্গাপুর থানার নীলডাঙা এলাকায় পুলিশের জালে ধরা পড়ে এক গাঁজা পাচার কারী। তার কাছ থেকে প্রায় ২৫ কেজি ৪০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়ে।

২০২১ সালের জুলাই মাসে পানাগড় -মোরগ্রাম সড়কের ওপর কাঁকসার হাসপাতালমোড় সংলগ্ন আন্ডার পাশে মাদক সহ দুজন পুলিশ ও এসটিএফের জালে ধরা পড়ে। ধৃতদের সঞ্জিব ভক্ত নদিয়ার পলাশিপাড়ার বাসিন্দা, আর একজন বিধান বৈদ্য বাঁকুড়ার সোনামুখির ডিহিপাড়ার বাসিন্দা। তাদের কাছে প্রায় ৯৭০ গ্রাম হেরোইন, যার বাজার মুল্য প্রায় কোটি টাকার ওপর। এছাড়াও ১০২০ গ্রাম অ্যালপ্রাজোলাম উদ্ধার হয়েছে। এই নেশার ঔষধটি মুলত ঘুমের জন্য ব্যাবহৃত হয়। ২০২১ সালের ডিসেম্বরের গোড়াতে কাঁকসার বনকাটির ১১ মাইল এলাকা থেকে প্রশান্ত রায় নামে এক মাদক পাচারকারী ধরা পড়ে। তার কাছ থেকে ২৬০ গ্রাম ব্রাউনসুগার উদ্ধার হয়। যার আনুমানিক মুল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। তার আগে ওইবছরই গত ২০২১ সালের ৫ নভেম্বর দুর্গাপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে মনিরুল শেখ, নামে এক যুবককে প্রায় কোটি টাকার হেরোইন সহ গ্রেফতার করে পুলিশ। নদিয়ার পলাশিপাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা মনিরুল শেখ উত্তরপ্রদেশ থেকে এই মাদক পাচারের উদেশ্য নিয়ে দূর্গাপুর স্টেশনে নেমেছিল। দুর্গাপুর ষ্টেশনে নামার পর সেখান থেকে স্টেশন বাস স্ট্যান্ডের পিছনের রাস্তা ধরে বাইরে বেরিয়ে আসছিল। ওই সময় পুলিশ সন্দেহজনক ভাবে তাকে আটক করে। তার কথায় অসঙ্গতি থাকায় পুলিশের সন্দেহ হয়। তল্লাশি করতেই তার কাছ থেকে প্রায় ৫০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়। তারপরই পুলিশ মনিরুলকে গ্রেফতার করে। এছাড়াও ২০১৮ সালের আগষ্ট মাসে ২৮০ গ্রাম হেরোইন ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিনজন সুপারিকিলার ধরা পড়ে দুর্গাপুর বেনাচিতির উত্তরপল্লী এলাকায়। সম্প্রতি গত ২৯ সেপ্টম্বর দূর্গাপুজোর আগে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ অন্ডালের কাজোড়া লছিপুর এলাকায় দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের কাছে প্রায় ২৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ।তারপর পুজোর মরশুমে আবারও এদিনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়েছে শিল্পাঞ্চলজুড়ে। প্রশ্ন এখানেই, পুজোর মরশুমে কি সক্রিয় মাদক পাচারকারীরা? মাদক পাচারকারীরা কি শিল্পাঞ্চলকে করিডর হিসাবে ব্যাবহার করছে? যদিও এদিনের ঘটনায় পুলিশ জানিয়েছে,' ধৃতদের আদালতে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। নাকা চেকিং জারি আছে।'

ভারতে ২১৯.৫৩-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ২১৯.৫৩-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৫২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২১৯.৫৩-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা-২১৯,৫৩,৮৮,৩২৬ জন (৯৫ কোটি দ্বিতীয় ডোজ ও ২২.০১ কোটি প্রিকশন ডোজ)। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ২,০৯,০৮৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ২,০৯,০৮৮ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,১১২ জন। মোট কোভিড পরীক্ষার সংখ্যা ৮৯.৯৮ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়েছে।

কর্ণাটকের রাইচুর থেকে রাহুলের নেতৃত্বে শুরু ভারত জোড়ো যাত্রা

রাইচুর, ২২ অক্টোবর (হি.স.): দেশকে একসূত্রে বাঁধার জন্য রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু হয়েছিল গত ৭ সেপ্টেম্বর, দেখতে দেখতে ২২ অক্টোবর চলে এসেছে। ৭ সেপ্টেম্বর কন্যাকুমারী থেকে শুরু হওয়া যাত্রা ৩,৫৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রায় আরও ২,৩৫৫ কিলোমিটার যাত্রাপথ অতিক্রম করবে। উৎসাহ ও উদ্দীপনা একটুও কমেনি।শনিবার ছিল ভারত জোড়ো যাত্রার আরও একটি দিন। এদিন সকালে কর্ণাটকের রাইচুরের ইয়েরগেরা গ্রাম থেকে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ''ভারত জোড়ো যাত্রা'' আবারও শুরু হয়। কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে পদযাত্রায় পা মেলান। এদিন পদযাত্রায় হাঁটেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া ও কে সি বেণুগোপাল প্রমুখ। সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ ও উন্মাদনা চোখে পড়েছে।

প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত পশ্চিম রেলের

মুম্বই, ২২ অক্টোবর (হি.স.): প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিম রেল। ১০ থেকে বেড়ে প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম হচ্ছে ৫০ টাকা। পশ্চিম রেলের পক্ষ থেকে শনিবার জানানো হয়েছে, উৎসবের মরশুমে প্ল্যাটফর্মে প্রত্যাশিত ভিড়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং রেলওয়ে প্রাঙ্গনে যাত্রী সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে, পশ্চিম রেলওয়ের মুম্বই সেন্ট্রাল ডিভিশনের কয়েকটি মনোনীত স্টেশনে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম ১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, প্ল্যাটফর্ম টিকিটের জন্য এবার অতিরিক্ত খরচ করতে হবে, তাও আবার একধাক্কায় ১০ থেকে ৫০। পশ্চিম রেলের পক্ষ জানানো হয়েছে, মনোনীত রেলওয়ে স্টেশনগুলি হল মুম্বই সেন্ট্রাল, দাদার, বোরিভালি, বান্দ্রা টার্মিনাস, ভাপি, ভালসাদ, উধানা এবং সুরাত।

কাটোয়ায় চিতাবাঘের আতঙ্কে তটস্থ মানুষজন

কাটোয়া, ২২ অক্টোবর (হি.স.): পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে হঠাৎই দেখা দিল চিতাবাঘের আতঙ্ক। শহরেরই পানুহাট ডাঙা এলাকায় অনেকেই একটি বড় বিড়াল সদৃশ একটি জন্তুকে দেখতে পেয়েছেন, এমন খবর মিলেছে। অনেকেই সেই জন্তুটিকে চিতাবাঘ বলেই মনে করছেন। তবে ভাগিরথী নদী তিরবর্তী একটি শহরে চিতাবাঘ কীভাবে এল তা বলতে পারছেন না স্থানীয় মানুষ থেকে বন দফতরের আধিকারিক কেউই। খবর পেয়ে এলাকা জুড়ে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ ও বন দফতর। যদিও এখনও জন্তুটির কোনও খোঁজ মেলেনি। অনেক প্রত্যক্ষদর্শী আবার জন্তুটির ছবিও ক্যামেরাবন্দি করেছেন। ছবিতেও প্রাথমিকভাবে জন্তুটিকে দেখে চিতাবাঘই মনে হচ্ছে।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে ঋষি সুনক

লন্ডন, ২২ অক্টোবর (হি.স.): কনজার্ভেটিভ পার্টির ১০০ জন সাংসদের সমর্থন পেয়ে গেলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীত্বের দৌড়ের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষি সুনক। সম্প্রতি ট্যাক্স ছাড় বিতর্কের জেরে ৪৫ দিনের মাথায় প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন লিজ ট্রাস। তাই ফের একবার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রবল সম্ভবনা তৈরি হয়েছে ঋষির।এবার অন্য কোনও টোরি নেতা যদি ১০০ জন সাংসদের নমিনেশন পেতে ব্যর্থ হন তাহলে কোনও ভোটাভুটি ছাড়াই প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসবেন ঋষি সুনক। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে শামিল হতে ছুটি সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরে আসছেন।

কাশ্মীরের বিভিন্ন ঠিকানায় এসআইএ-এর অভিযান

শ্রীনগর, ২২ অক্টোবর (হি.স.): সন্ত্রাসে অর্থ যোগান মামলায় কাশ্মীরের বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাল রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা (এসআইএ)। শনিবার সকাল থেকে কাশ্মীরের বিভিন্ন ঠিকানায় চলে তল্লাশি অভিযান। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সঙ্গে এসআইএ গোয়েন্দারা সুলতানপোরা গ্রামে মোহাম্মদ আলতাফের বাড়িতে অভিযান চালায়ন।এছাড়াও পালপোরা, পারিমপোরা, নুরবাগ, রেসিডেন্সি রোড এবং দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানের আউনিরেও তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। জানা গিয়েছে, এসআইএ গোয়েন্দারা গুলজার আহমেদ ভাটের আওনীরা জাইনপোরার আবাসিক বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে, যিনি এইচই ডিপার্টমেন্টের একজন সরকারি কর্মচারী।

তিস্তার চর খালি না করলে আইনানুগ ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি প্রশাসনের

জলপাইগুড়ি, ২২ অক্টোবর (হি.স.):হাতির এলাকায় ক্রমেই মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলায় সমস্যায় পড়ছে প্রাণীকূলের একটা বড় অংশ। গ্রামের মানুষের একাংশের মধ্যে বাড়ছে পশুদের আক্রমণের ঘটনা। এবার প্রশাসন এই অবস্থা সামাল দিতে নড়েচড়ে বসল। শনিবার সন্ধ্যার মধ্যে অনেকটাই খালি হল তিস্তার চর।এই চড় না ছাড়লেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা মাইকে প্রচার করা হচ্ছিল বন দফতরের তরফে। শনিবার দুপুর থেকে এই নিয়ে প্রচার শুরু হয় এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের চর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয় বন দফতর। বিকেলের পর চরে মানুষ জনকে দেখা গেলেই আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে যদি কাউকে বুনো হাতিদের উত্যক্ত করতে দেখা যায়, তাঁকেও গ্রেফতার করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে বন দফতর।উল্লেখ্য, হাতির চলাচলের পথ দখল করে বাড়িঘর তৈরি করে চাষ আবাদ করার অভিযোগ মাঝে মধ্যেই শোনা যায়। এই ঘটনার জেরে বুনো হাতি চলাচলের পথে বিঘ্ন ঘটছে বলেও অভিযোগ। আর সেই কারণেই সাম্প্রতিককালে মানুষের সঙ্গে হাতির সংঘাতও বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে শনিবার বিকেলের মধ্যে তিস্তা নদীর চর এলাকা ছেড়ে যাওয়ার জন্য মাইকে প্রচার শুরু করে বন দফতর।

দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলায় একটি বাস দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতে একটি যাত্রীবাহী বাস ও ট্রলি ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারান কমপক্ষে ১৫ জন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৪০ জন। তাদের মধ্যে কয়েকজন গুরুতর। আহতদের মধ্যে ২০ জনকে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার হিন্দিতে একটি টুইট বার্তায় মুর্মু বলেছেন, 'মধ্যপ্রদেশের রেওয়ায় হায়দরাবাদ থেকে গোরখপুরগামী একটি বাসের দুর্ঘটনায় বহু যাত্রীর মৃত্যুর খবর শুনে আমি গভীরভাবে শোকাহত। সমস্ত শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আমি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দেখা করলেন অনন্ত মুকেশ আম্বানি

মুম্বই, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : বিখ্যাত শিল্পপতি অনিল আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানি শুক্রবার রাতে শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) সভাপতি উদ্ধব ঠাকররের সঙ্গে দেখা করেছেন। তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে দুজনের মধ্যে আলোচনা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী আদিত্য ঠাকরেও।রাত ৮.২০ মিনিটে বান্দ্রার মাতোশ্রী বাংলোতে প্রবেশ করেন অনন্ত আম্বানি। উদ্ধব ঠাকরের সাথে দেখা করার পরে অনন্ত প্রায় ১১:৩০ নাগাদ মাতোশ্রী বাংলো থেকে বেরিয়ে আসেন।এর আগে শিল্পপতি গৌতম আদানিও মাতোশ্রীতে গিয়ে উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের পর উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে শিল্পপতিদের বৈঠক থেকে নানা ধরনের জল্পনা চলছে।

ধনশিরি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে উদ্ধার বহু গোলাবারুদ

ডিফু (অসম), ২২ অক্টোবর (হি.স.) : কারবি আংলং জেলার ধনশিরি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ঘন জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে ডিফু পুলিশ। কারবি আংলং জেলার পুলিশ সুপার সঞ্জীবকুমার শইকিয়া জানান, বিশেষ সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার সন্ধ্যারাতে ডিফু পুলিশের এক অভিযানে উদ্ধার হয় অস্ত্রশস্ত্রগুলি। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে মাটি খুঁড়ে দুটি গ্রেনেড, একটি ম্যাগাজিন, ৬৯টি একে ৪৭ সিরিজের রাইফেল এবং ১২ এসএলআর-এর গুলি এবং তিনটি পিস্তলের ম্যাগাজিন উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধারকৃত গোলাবারুদগুলি নবগঠিত উগ্রপন্থী সংগঠন ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন ট্রাইবাল (ডিএনএলটি)-এর বলে সন্দেহ করছে জেলা পুলিশ। পুলিশ সুপার সঞ্জীব শইকিয়া জানান, অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা তদন্ত শুরু করেছেন।

ডেঙ্গিতে ফের মৃত্যু কলকাতায় প্রাণ হারালেন বছর ২৪-র যুবক

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): ফের শহরে ডেঙ্গি আক্রান্তের মৃত্যু। মৃত সায়ন ঘোষ চৌধুরী কলকাতা পুরসভার ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব পুটিয়ারির বাসিন্দা। শনিবার এই মৃত্যুর খবর এসেছে সংবাদমাধ্যমে। পরিবার সূত্রে খবর, সোমবার থেকে জ্বরে ভুগছিলেন বছর চব্বিশের যুবক। অভিযোগ, শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বৃহস্পতিবার এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ওইদিনই বেহালার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ওই যুবককে। শুক্রবার সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুতে এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে উদ্বেগ। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করতে হবে। পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাফাই অভিযান চলছে। সেই সঙ্গে করা হচ্ছে সচেতনতা প্রচার। পুরসভার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জল ও আবর্জনা জমিয়ে রাখতে না। জ্বর হলে অবহেলা না করে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে এবং হাসপাতালে যেতে। উল্লেখ্য, করোনার মতোই

ঘূর্ণিঝড় হওয়ার অপেক্ষায় সাগরের নিম্নচাপ বঙ্গে দুর্যোগের ভ্রূকুটি, উত্তাল হবে সমুদ্র

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় আন্দামান সাগরে ঘনীভূত হওয়া নিম্নচাপ। আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনায় দুর্যোগের ভ্রূকুটি রয়েছে বঙ্গে, উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। সোমবার দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া চলবে।

সুগভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পর আগামী ২৪ অক্টোবর, সোমবারের মধ্যে পশ্চিম, মধ্য ও তৎসংলগ্ন পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এর পরে, আগামী ২৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার, এটি ধীরে ধীরে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশের উপকূল, ওড়িশা উপকূল ঘেঁষে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের কাছে পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে। তত ক্ষণে ঘূর্ণিঝড়টি প্রবল ভাবে শক্তি বাড়িয়ে ফেলতে পারে। সেই সময় বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ থাকতে পারে, ঘণ্টায় ৮৫ থেকে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ২৪ ও ২৫ অক্টোবর হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ২৪ অক্টোবর, সোমবার, দুই ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার এই জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গে এর কোনও প্রভাব পড়বে না। ২৩ অক্টোবর থেকেই মৎস্যজীবীদের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। ২৪ ও ২৫ অক্টোবর সুন্দরবন এলাকায় সমস্ত ফেরি চলাচল বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। সেই সময় দিঘা, মন্দারমণি, শঙ্করপুর, সাগরের মতো সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় পর্যটকদের ঢুকতে দিতে বারণ করা হয়েছে।

দুর্যোগের আগে ঠিক যেমন আবহাওয়া থাকে, সেভাবেই শনিবারের সকাল শুরু হয়েছে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। এদিন সকালে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ ছিল একেবারে পরিষ্কার। ভোরের দিকে হিমেল পরশও অনুভূত হয়েছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। দীপাবলির আগেই ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ল রাজধানী দিল্লি। বায়ুদূষণে নাজেহাল হতে হচ্ছে দিল্লীবাসীকে। শনিবার সকালে দিল্লির বাতাসের গুণগত মান ছিল খুবই খারাপ। দিল্লি ছাড়াও সংলগ্ন নয়ডা ও গাজিয়াবাদের বাতাসও এদিন ছিল দূষিত। ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল সমগ্র দিল্লি-এনসিআর। শ্বাসকষ্ট, চোখে জ্বালাভাব অনুভব করেছেন অনেকেই।ইন্ডিয়া গেট, কর্তব্যপথ, লোধি রোড প্রভৃতি এলাকা ছিল ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা। খুব কাছের জিনিসও দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল। দিল্লিতে এদিন বাতাসের গুণগত মান ছিল ২৬২, যা খারাপ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি বছরের মতো এ বছরও বায়ুদূষণ নাজেহাল করতে পারে দিল্লিবাসীকে, এই দূষণ কাটিয়ে এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে চাইছেন দিল্লিবাসী।

দিল্লি পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে গ্রেফতার দুই অপরাধী

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : শুক্রবার গভীররাতে রাজধানী দিল্লিতে একদল দুস্কৃতী এবং পুলিশের মধ্যে এনকাউন্টারের পরে পুলিশ দুই ওয়ান্টেড দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে বলে শনিবার পুলিশ জানিয়েছে। রাত ২ টা নাগাদ জ্যোতি নগর থানার অন্তর্গত লনি গোল চক্করের কাছে আম্বেদকর কলেজের দিকে সার্ভিস রোডে ঘটনা ঘটে।

উত্তর-পূর্ব জেলা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিসিপি) সঞ্জয় সাইন বলেন, এনকাউন্টারের সময় একজন তার পায়ে বুলেটের আঘাত পেয়েছিল। আহত অপরাধী জ্যোতি নগর থানায় আইপিসির ৩০৮ ধারার অধীনে নথিভুক্ত একটি মামলায় ওয়ান্টেড। দিল্লি পুলিশের মতে, ধৃতরা হলেন দিল্লির জাওয়ালা নগরের বাসিন্দা শক্তি ওরফে সোনু (৩৬) এবং অশোক নগরের বাসিন্দা শচীন (২৪)।পুলিশ দুটি লাইভ রাউন্ডসহ একটি সেমি অটোমেটিক পিস্তল, একটি সিএমপি একটি লাইভ রাউন্ড, দুটি খালি কার্তুজ ও নম্বর প্লেটবিহীন একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে।

আনন্দপুরে বাজেয়াপ্ত ৩,৬০০ কেজি মাদক বাজারমূল্য ৩০ কোটি, ধৃত ৩ অভিযুক্ত

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): আনন্দপুরের গুলশান কলোনির একটি গোডাউনে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩,৬০০ কেজি ওজনের মাদক বাজেয়াপ্ত করল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। গোডাউনটি থেকে ১৬৩টি বস্তায় বিপুল পরিমাণে পোস্তবীজ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩০ কোটি টাকা বলে খবর।

মূল অভিযুক্ত সুলতান আহমেদ ও তার দুই সঙ্গী ফৈয়াজ আলম ও মহম্মদ কালিম নামে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার এসটিএফ।আনন্দপুর থানার অন্তর্গত গুলশান কলোনির জি২৫/১৪৮-এ প্রথম তলে ছিল গোডাউনটি। শুক্রবার রাত ১১.৫৫ মিনিট নাগাদ অভিযান চালায় এসটিএফ। সেখান থেকে ৩ জনকে পাকড়াও করা হয়, একইসঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিপুল পরিমানে মাদক।

গন্ডাছড়ায় বিজেপিতে যোগ দিলেন দেড় হাজার ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। আইপিএফটি দলের মনোনীত গঙ্গানগর আরডি ব্লক চেয়ারম্যান গৌরাঙ্গ রিয়াং সহ বিভিন্ন দল ত্যাগ করে ৭১১ পরিবারের ১৫০৪ ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে শামিল হয়েছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি রাইমাভ্যালী মন্ডলের উদ্যোগে শনিবার গন্ডাছড়া বাজারে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বিশাল একটা মিছিল গন্ডাছড়া শহর এলাকার বিভিন্ন পদ পরিক্রমা শেষে উত্তর বাজারে এসে এক সভায় মিলিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, প্রদেশ সম্পাদক তাপস মজুমদার, ধলাই জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, জেলা কমিটির সহ-সভাপতি বিকাশ চাকমা, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, বিদ্যুৎ দেববর্মা, জনজাতি মোর্চার রাজ্য সহ-সভাপতি পতিরাম ত্রিপুরা, রাইমাভ্যালী মন্ডল সভাপতি সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা প্রমুখ। এদিনের যোগদান সভায় আইপিএফটি দলের মনোনীত গঙ্গানগর আরডি ব্লক চেয়ারম্যান গৌরাঙ্গ রিয়াং সহ বিভিন্ন দল ত্যাগ করে ৭১১ পরিবারের ১৫০৪ ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে শামিল হন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন দলের রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

মধ্যপ্রদেশের বাস ও ট্রলি ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ১৫, শোকপ্রকাশ যোগী ও শিবরাজের

রেওয়া, ২২ অক্টোবর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলায় যাত্রীবাহী বাস ও ট্রলি ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১৫ জন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩৯ জন। আহতদের মধ্যে ২০ জনকে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার রাত ১০.৩০ মিনিট থেকে এগারোটার মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রেওয়া জেলার সুহাগি পাহাড়ি এলাকায়।

রেওয়ার পুলিশ সুপার নবনীত ভাসিন জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দরাবাদ থেকে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে যাচ্ছিল। বাসের প্রায় সমস্ত যাত্রী উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা। রেওয়া কালেক্টর মনোজ পুষ্প জানিয়েছেন, 'মনে হচ্ছে ট্রলি ট্রাকটি সামনে থাকা ট্রাকের সঙ্গে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, চালক ব্রেক কষলে পেছনে থাকা বাসটিতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পরই পুলিশ ও স্থানীয় মানুষজনের সহায়তায় উদ্ধারকাজ চালানো হয়। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় শোকব্যক্ত করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী দফতর থেকে জানানো হয়েছে, আহত যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য দু''টি বাসে প্রয়াগরাজ পাঠানো হয়েছে। গুরুতর আহত যাত্রীদের মধ্যপ্রদেশের রেওয়া মেডিকেল কলেজে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। রেওয়া জেলা প্রশাসন সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ টুইট করে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় মৃত উত্তর প্রদেশের বাসিন্দাদের দেহ রাজ্যে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজের সঙ্গে কথা হয়েছে। নিহতদের ২ লক্ষ টাকা ও গুরুতর আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভূমিধসে মৃত্যু ৪ জনের, প্রাণে বাঁচলেন একজন

গোপেশ্বর, ২২ অক্টোবর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় তিনটি বাড়িতে ভূমিধসে প্রাণ হারালেন ৪ জন। ভূমিধসের ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন। চামোলি জেলার থারালি এলাকার পেনগড়ে ভূমিধসের জেরে পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসে বিশালাকার পাথর। সেই পাথরের আঘাতে তিনটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। থারালি সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট (এসডিএম) রবীন্দ্র জুওয়াস্থা জানিয়েছেন, পুলিশ এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)-র দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালায়। এসডিআরএফ উত্তরাখণ্ড পুলিশ জানিয়েছে, প্রথমে দু''টি দেহ উদ্ধার হয়। তিনজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও, পরে দু''জনের মৃত্যু হয়। ভূমিধসের ঘটনায় মোট ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ও একজন আহত হয়েছেন।

রাজধানীতে মাটির প্রদীপ বিলি করল সামাজিক সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। বন্ধু মানে ভালোবাসা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে শনিবার আগরতলা শহরে সিটি সেন্টারের সামনে সাধারণ মানুষের মধ্যে দীপাবলি উপলক্ষে মাটির প্রদীপ বিলি করা হয়। মাটির প্রদীপ ব্যবহার করুন, মৃৎ শিল্পীদের সহায়তা করুন- এই আহ্বানকে সামনে রেখে আজ বন্ধু মানেই ভালোবাসা সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে আগরতলা শহরের সিটি সেন্টার চত্বরে মাটির প্রদীপ বিতরণ করা হয়। দেওয়া হয় সলতেও। এই রাজ্যের মৃৎশিল্পের সঙ্গে যুক্ত লোকেরা আমাদের সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তাদের হাতে তৈরি প্রদীপ কিনে ব্যবহার করলে আলোর উৎসব দীপাবলির আনন্দ সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। আসুন আমরা সবাই মাটির প্রদীপ ব্যবহার করে দীপাবলি উৎসব উদযাপন করি। এই মহতি ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে সংস্থার সদস্যরা আজ রিক্সা চালক, অটো চালক, টমটম চালক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে মাটির প্রদীপ বিতরণ করেছে।

ভগ্নিপতি

● প্রথম পাতার পর

সাথে সাথে আহত শাহজাহান মিয়াঁকে নিয়ে যাওয়া হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা করা হয় শাহজাহান মিয়ার। পরবর্তী সময় শাহজাহান মিয়া ভগ্নিপতি জসিম মিয়ার বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মথার সাথে

● প্রথম পাতার পর

ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনায় মুখর হবেন তা খুবই স্বাভাবিক। যখনই মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন, তিনি তাতণিকভাবে লিখিত আকারে উত্তর পান যা বামফ্রন্ট শাসনামলে কখনও পাওয়া যায়নি, কটাক্ষ করে বলেন তিনি।

বিরোধী দলনেতার মন্তব্যের নিন্দা করে ডাঃ সিনহা বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা উচিত দাবি করে মানিক বাবু প্রকৃত অর্থে একটি নতুন সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করছেন। যা গত সাড়ে চার বছরে ত্রিপুরায় কখনও ছিল না। সরকার আরও দাবি করেছেন যে চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকের অমীমাংসিত সমস্যা তারা আবার ক্ষমতায় এলে সমাধান হবে যা সম্পূর্ণ হাস্যকর বিষয়। আমরা কখনই সাধারণ জনগণের জীবন নিয়ে খেলতে চাই না যা মানিক সরকার তাঁর আমলে করেছেন, বলেন বিজেপি প্রদেশ সহ-সভাপতি।সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরীর "শ্বেতপত্র" প্রকাশের দাবি সম্পর্কে ডা: সিনহা বলেন, আমরা তাঁকে বা তিনি যে দলকে সমর্থন করেন তাঁদের উত্তর দিতে বা সাদা কাগজ প্রকাশ করতে বাধ্য নই। প্রদেশ বিজেপির শাসনামলে করা আমাদের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা মানুষকে সচেতন করব।

আলোচনার জন্য সব রাজনৈতিক দলের জন্য দরজা খোলা রয়েছে, কিন্ত জোট নয়। তিপরা মথা-কে উদ্দেশ্য করে সাফ জানিয়ে দিলেন বিজেপি প্রদেশ সহ-সভাপতি ডা: অশোক সিনহা।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি একাই সর্ব শক্তি নিয়ে ঝাঁপাবে। তবে, কোন রাজনৈতিক দলকেই আমরা দুর্বল ভাবছি না। কারণ, গণতন্ত্রে প্রত্যেক প্রার্থী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই, সকলের সাথে আলোচনার জন্য বিজেপি সর্বদা প্রস্তুত। মূলত, বিধানসভা নির্বাচনে তিপরা মথা বিজেপির জন্য ফ্যাক্টর হবে, এই প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তিনি।

তাঁর দাবি, তিপরা মথা-কে নিয়ে বিজেপি চিন্তন শিবিরে কোন আলোচনা করেনি। তাঁদের নিয়ে আমাদের ম্যাথা ব্যাথা নেই। আমরা ত্রিপুরায় আমাদের নীতি-আদর্শের বাস্তবায়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছি। তাই, কারোর সমর্থনের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করছি না। তবে, আমাদের দলে কেউ যোগ দিতে চাইলে তাঁকে আমরা স্বাগত জানাব। কিন্তু, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিল্লি নেবে, বলেন তিনি।ডা: সিনহার সাফ কথা, চিন্তন শিবিরে বিজেপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিপরা মথার সাথে জোট হবে না। তবে, তাঁরা আলোচনা করতে চাইলে দরজা খোলা রয়েছে। কিন্তু, কি বিষয়ে আলোচনা হবে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবে।

মেয়রের

● প্রথম পাতার পর

করতে কাজ করা হবে। সে মোতাবেক ভোট চাইলে মানুষ সমর্থন করে। আগরতলা পুর নিগমের সমস্ত আসনে জয়ী হয়েছে ভারতের জনতা পার্টির প্রার্থী। তারপর থেকে পৌর নিগমের নাগরিক সমস্যা ১০০ শতাংশ সমাধান করার জন্য কাজ শুরু করেছে বর্তমান নিগম। এবং অচিরেই এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে নিয়ম বলে আশা বাদী তিনি।

প্রত্যেক মাসে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শনিবার সকাল ১০ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত মানুষ নিজের সমস্যার কথা দেখা করে তুলে ধরতে পারবেন। এবং যারা প্রবীণ ব্যক্তি রয়েছেন তাদের সুবিধার্থে তিনি তাদের বাড়িতে যান অথবা কাউন্সিলরকে পাঠিয়ে সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে সমাধানের জন্য কাজ করছে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি আগরতলা শহরে বৃষ্টির জল জমাট বাধার প্রসঙ্গ টেনে বলেন বর্তমান পৌরনিগমের প্রচেষ্টা এখন আগরতলা শহরে দীর্ঘক্ষণ জল জমাট বেঁধে থাকে না। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরও তিনটা জলের পাম্প মেশিন আগরতলা শহরে বসানো হবে। ড্রেইনগুলি সংস্কার করা হচ্ছে। তখন আগরতলা শহরে আর বৃষ্টির জল জমবে না বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। আগরতলা শহরকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। শহরকে স্বচ্ছ রাখার জন্য একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পুরবাসী সহযোগিতার আহ্বান জানান মেয়র দীপক মজুমদার।

যোগমায়া কালীবাড়িতে শ্যামা গৃহের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ অক্টোবর।। আজ বিলোনিয়া যোগমায়া কালীবাড়িতে সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের অর্থে নির্মিত শ্যামা গৃহের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এই উপলক্ষে বিলোনিয়া যোগমায়া কালীবাড়িতে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন আপনারা সাংসদ নির্বাচন করেছেন তাই সাংসদ উন্নয়ন তহবিলে আপনাদের অধিকার রয়েছে। তাই আপনাদের চাহিদা মত সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে ১৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে দর্শনার্থীদের জন্য এই গৃহ নির্মাণে। এই গৃহ উদ্বোধন করে তিনি বলেন এটি আপনাদেরই সম্পদ আপনারাই রক্ষা করতে হবে। এছাড়াও তিনি দীপাবলি উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং সবার সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

আনন্দমূর্তিজীর ৩৩ তম মহাপ্রয়ান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ অক্টোবর।। মহাসম্ভূতি তারকব্রহ্ম শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তিজীর ৩৩ - তম মহাপ্রয়াণ দিবস উদযাপন করা হয় শুক্রবার।এই উপলক্ষ্যে এক ভাব গম্ভীর পরিবেশের মধ্য দিয়ে বিশালগড় ইউনিটের উদ্যোগ দিনটি উদযাপন করা হয়। বিশালগড় আনন্দ মার্গ স্কুলের জাগৃতিতে এই উপলক্ষ্যে প্রভাত সঙ্গীত , অখন্ড কীর্তন, মিলিত সাধনা, শ্রদ্ধাঞ্জলি , শপথ বাক্য পাঠ এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সর্বশেষে নারায়ণ সেবার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। বিশিষ্টদের মধ্যে এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় ব্লকের উপভুক্তি প্রমুখ , ইউনিট সেক্রেটারি সহ মিশনের অন্যান্য কর্ম কর্তাগণ। প্রচুর সংখ্যক আনন্দমার্গী ভক্তবৃন্দরা মহাপ্রয়ান উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

শীঘ্রই জিরানীয়ার শচীন্দ্রনগর কলোনি বিদ্যালয়ের মাঠে উদ্বোধন হবে বিশ্বমানের সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। মজলিশপুরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। শীঘ্রই জিরানীয়ার শচীন্দ্রনগর কলোনি বিদ্যালয়ের মাঠে উদ্বোধন হবে বিশ্বমানের সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠের।

এই ফুটবল মাঠটিকে দৃষ্টি নন্দন ও আকর্ষণীয় করে তুলতে এখন চলছে তুলির শেষ আঁচড়। শনিবার পড়ন্ত বিকেলে এই মাঠটি পরিদর্শন করলেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী তথা মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী। ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে এই বিশ্বমানের মাঠটি পরিদর্শনের পর মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে ত্রিপুরা সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আর্থিক আনুকূল্যে মজলিশপুরবাসীর দীর্ঘবছরের স্বপ্ন পূরণের পথে।মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, ২০১৮ সালে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর আমার স্বপ্ন ছিলো এখানে একটি বিশ্বমানের সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ তৈরি করা। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দ্বায়িত্বভার গ্রহণের পর আমি এখানে সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করি। মজলিশপুরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে প্রায় ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্বমানের সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ তৈরীর কাজ এখন শেষ। শীঘ্রই হবে এর শুভ উদ্বোধন। তিনি আরও বলেন, খেলাধুলা মানুষের শারীরিক, চারিত্রিক এবং মানসিক বিকাশে সহায়ক। রাজ্য সরকারও ছাত্রছাত্রী ও যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বলে তিনি জানান। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রের সার্বিক বিকাশ ও গ্রামস্তরে খেলাধুলাকে পৌঁছে দিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে সরকার। রাজ্যে উন্নত ক্রীড়াচর্চার জন্য সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ, স্টেডিয়াম, অ্যাথলেটিক ট্র্যাক সহ গুচ্ছ পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হচ

ক্রীড়া

দায়িত্ব নিয়ে প্রথম দিনেই দারুন ঘোষণা টিসিএ-র নতুন কমিটির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। নতুন কমিটি গঠিত হলো টিসিএ-র। দায়িত্ব নিয়ে শনিবার বিকেলেই টিসিএ-র অফিস বিয়ারার সহ এপেক্সের কয়েকজন মিলে এক সাংবাদিক বৈঠক ডাকলেন। বৈঠকে ছিলেন টিসিএ-র সভাপতি তপন লোধ, সচিব তাপস ঘোষ, যুগ্ম সচিব জয়ন্ত দে, সহ সভাপতি তিমির চন্দ, ট্রেজারার জয়লাল দাস প্রমুখ। সবে মাত্র একদিন হলো, টিসিএ-র দায়িত্ব নিলেন তাঁরা। চেয়ারে বসেই প্রথম দিনেই করলেন দারুন এক ঘোষণা। টিসিএর বেতন ভুক্ত কর্মীদের জন্য। টিসিএর ১২৭ জন বেতন ভুক্ত কর্মী রয়েছে গোটা রাজ্যে। তাদের প্রত্যেককে দীপাবলি উপলক্ষে এক হাজার টাকা ফেস্টিভল বোনাস দেবার ঘোষণা দিলো নতুন এই কমিটি। বিষয়টা সত্যিই প্রশংসার। এই ঘোষণা দিলেন খোদ ট্রেজারার জয়লাল দাস। এরপর টিসিএ-র আগামী দিনে প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে মতামত ব্যক্ত করলেন নতুন সচিব তাপস ঘোষ। তিনি স্পষ্ট ভাবে বললেন, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই রাজ্য ক্রিকেটকে আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর তিনি। পরবর্তীতে খেলাধুলার বিষয়ে আলোচনা করলেন সহ সভাপতি তিমির চন্দ। কথা প্রসঙ্গে তিমির চন্দ বললেন, রাজ্য ক্রিকেটের রিজার্ভ বেঞ্চ আরও শক্তিশালী করতে হবে। এর জন্য মহকুমা গুলোর সহযোগিতা লাগবেই। কেননা মহকুমা গুলো থেকেই ট্যালেন্ট বাছাই করতে হবে। তবে আগামী দিনে বিভিন্ন বিভাগে রাজ্যদলের রিজার্ভ বেঞ্চ শক্তিশালী হবে। এবারই প্রথম অনুর্ধ ১৫ মহিলা বিভাগে টুর্নামেন্ট চালু করবে বিসিসিআই। এর জন্য সূচিও ঘোষিত হয়ে গেছে। রাজ্য দলও এতে অংশগ্রহণ করবে। তবে এই দল গঠনের জন্য ওপেন ট্রায়াল ডাকবে টিসিএ গোটা রাজ্যে। প্রত্যেকটি মহকুমায় ২৬ অক্টোবর থেকে পাঁচ দিনব্যাপী চলবে এই ট্রায়াল ক্যাম্প। আগরতলাতে হবে সদর, জিরানিয়া এবং মোহনপুরের ক্যাম্প। একই সঙ্গে এবছর ত্রিপুরায় নয়টি জাতীয় স্তরের ম্যাচ করার সুযোগ দিলো বিসিসিআই। এই ম্যাচ গুলোকে কেন্দ্র করে ও পরিকাঠামো গত উন্নয়নে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি খুবই দ্রুততার সহিত কাজ করে যাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন তিনি। অবশেষে সভাপতি তপন লোধ সমাপ্তি ভাসনে রাজ্য ক্রিকেটের উন্নয়নে মিডিয়ার সহযোগিতা ও চাইলেন।

প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ডিএসপি যোগিন্দর শর্মার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি

হিসার (হরিয়ানা), ২২ অক্টোবর (হি.স.) : প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার তথা হরিয়ানার অম্বালার ডিএসপি যোগিন্দর শর্মার বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে হিসার আদালত। হিসারে একটি শ্লীলতাহানি ও তফসিলি জাতি-উপজাতি আইনের মামলায় যোগিন্দর শর্মার বিরুদ্ধে এই জামিনযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে আদালত। পাশাপাশি, এই মামলার শুনানিতে হাজির না থাকায় যোগিন্দর শর্মাকে ৫ হাজার টাকার জরিমানা করেছেন বিচারক। প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে শেষ ওভারে তাঁর হাতেই বল তুলে দিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। মিসবা-উল-হককে প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে সেই আস্থার মর্যাদা রাখেন যোগিন্দর। কিন্তু এবার তাঁর বিরুদ্ধেই উঠেছে বড় অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, যোগিন্দর শর্মা যখন হিসারের ডিএসপি ছিলেন, তখন ২০২১ সালের ১০ জুলাই, আজাদনগর থানায় রাজেন্দ্র নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে আজাদ নগর থানায় এক মহিলার শ্লীলতাহানি ও মারধরের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় শ্লীলতাহানি ও মারধরের পাশাপাশি এসসি-এসটি আইনের ধারাতেও মামলা করা হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছে রাজনৈতিক পরিচয়ের সুবাদে রাজেন্দ্র নামে ওই যুবক তফসিলি জাতি-উপজাতি আইনের ধারাগুলি মামলা থেকে সরিয়ে দেন। আর তাঁকে এই কাজে সাহায্য করার অভিযোগ উঠেছে হিসারের তৎকালীন ডিএসপি যোগিন্দর শর্মার বিরুদ্ধে। তার পরেই অভিযোগকারীর তরফে আইনজীবী রজত কালসান আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় ৪ বার শুনানি হলেও, একবারের জন্যও আদালতে যাননি বর্তমানে আম্বালার ডিএসপি যোগিন্দর শর্মা। এমনকী শুক্রবার ফের এই মামলার শুনানির সময় যোগিন্দর শর্মা আদালতে হাজির ছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে আম্বালার ডিএসপি'র বিরুদ্ধে ৫ হাজার টাকার জরিমানা ও জামিনযোগ্য ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছে আদালত। এই মামলায় যোগিন্দর শর্মাকে আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাঁকে নোটিশ পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।অম্বালার পুলিশ সুপার জশনদীপ সিং রনধওয়াকে সেই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছ।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি বক্তৃতা সভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। রাজ্যের প্রাক্তন খেলোয়াড় ও সংগঠকরা শুক্রবার এক অনাবিল আনন্দে যেন মেতে উঠেছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবে।কিংবদন্তী প্রয়াত সংগঠক সমীরণ চক্রবর্তীর স্মৃতিতে আজ ছিল ত্রিপুরার ক্রিকেটের অতীত ও অগ্রগমণকে সামনে রেখে এক বক্তৃতাসভা কে না ছিলেন। রঞ্জি ট্রফিতে ত্রিপুরা দলের প্রথম অধিনায়ক রজত সেনগুপ্ত, প্রাক্তন সংগঠক প্রদীপেশ নাথ, সুরজিত ঘোষ, রজত ভট্টাচার্য, শ্যামল দেববর্মা, সঞ্জীব মজুমদার, সুব্রত দত্ত চৌধুরী বর্তমান ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন সহ সভাপতি তিমির চন্দ।আজীবন সদস্যদের সংগঠন ডায়াসের সম্পাদক মানিক দত্ত, প্রাক্তন ক্রিকেটার চিররঞ্জন পাল, দেবব্রত ভট্টাচার্য সহ শতাধিক ক্রিকেট প্রেমী। ছিলেন প্রয়াত সমীরণ চক্রবর্তীর একমাত্র কন্যা মধুমিতা চক্রবর্তীও।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক অরিন্দম গাঙ্গুলী বলেন মাস্টার ক্রিকেটারদের এক সফল উদ্যোগ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই আলোচনা সভা। রাজ্যের প্রাক্তন রেফারি ও আজীবন সদস্য বাদল চক্রবর্তী বলেন মাস্টার ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্য সফল হবেই। তিনি বলেন অতীতকে ছাড়া বর্তমান তৈরি হবে না।

বিমল রায় চৌধুরী বলেন আধুনিকতার ছোঁয়ায় ক্রিকেটকে দেখতেন সমীরণ চক্রবর্তী। তিনি বলেন রাজ্যের ক্রিকেট পরিকাঠামো উন্নয়নে সমীরণ চক্রবর্তী একটা অসাধারণ উদাহরন। সভার শুরুতেই স্বাগত ভাষণ রাখেন ত্রিপুরা মাস্টার ক্রিকেটার্সের আহবায়ক হাবুল ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন ডায়াসের সম্পাদক মানিক দত্ত প্রেস ক্লাবের কার্যকরী সদস্য কমল চৌধুরী, প্রাক্তন ক্রিকেটার অঙ্কুর দেববর্মা ও সমীরণ চক্রবর্তীর একমাত্র কন্যা মধুমিতা চক্রবর্তী। প্রত্যেকে এই উদ্যোগের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী ঈশান চক্রবর্তীর নেতৃ ''আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' গানের গানের মাধ্যমেই উপস্থিত শতাধিক শ্রোতা প্রয়াত সমীরণ চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উদ্যোক্তারা প্রেসক্লাবের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করেন।

কিল্লায় মহিলা ফুটবলে ধনীতার জোড়া গোল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। কিল্লায় আয়োজিত মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। কিল্লা মহিলা ফুটবল ক্লাব আয়োজিত এই প্রাইজমানি ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টের আজকের খেলায় রাইও কামী দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। হারিয়েছে তুইরূপা-কামী দলকে ৩-০ গোলের ব্যবধানে। বিজয়ী দলের পক্ষে ধনিতা রিয়াং একাই দুটো গোল করেন। এছাড়া সামফরি জমাতিয়া করেছে একটি গোল। পক্ষান্তরে তুইরূপা কামীর খেলোয়াড়রা তেমন প্রতিরোধ গড়তে পারেনি এবং কোন গোলও শোধ করতে পারেনি। উপরন্তু খেলায় অসদাচরনের দায়ে বিজিত দলের একজনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখান। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি প্রীতি জমাতিয়া, এলি জমাতিয়া, খিফিলতি জমাতিয়া ও প্রিয়া জমাতিয়া।

সাব্রুম ফুটবলে জোড়া হ্যাটট্রিক লোডিং স্পোর্টস সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। সাব্রুম ফুটবলে লোডিং স্পোর্টস দলও সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। সাব্রুমে ৪০ মন্ডল যুব মোর্চা আয়োজিত দীনদয়াল স্মৃতি প্রাইজ মানি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ চলছে। আজ তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে লোডিং স্পোর্টস ৪-৩ গোলের ব্যবধানে ইউনাইটেড তিপ্রাসা প্লে সেন্টার দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। টানটান উত্তেজনা এবং হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল মাঠে উপস্থিত দর্শকরা আজ দু দলের দুজনের দুটো হ্যাটট্রিকও উপভোগ করেছেন। বিজয়ী লোডিং স্পোর্টস এর পক্ষে জন জমাতিয়ার হ্যাটট্রিক এবং রাজকুমার ত্রিপুরা একটি গোল করেন। বিজিত ইউনাইটেড তিপ্রাসার স্যামসং মলসুম হ্যাটট্রিক করেন। শেষ পর্যন্ত লোডিং স্পোর্টস চার-তিন গোলের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে শেষ চারে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ কর্মকার।

বিশ্বকাপই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেটাতেই মন দিতে চাই : রোহিত শর্মা

মেলবোর্ন, ২২ অক্টোবর (হি.স.): পাকিস্তানে গিয়ে ভারত এশিয়া কাপে খেলবে কি-না সেটা নিয়ে এ বার মুখ খুললেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তিনি জানালেন, আমার কাছে বিশ্বকাপ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেটাতেই মন দিতে চাই। বাইরে কী হচ্ছে তা নিয়ে ভাবছি না। বিসিসিআই সিদ্ধান্ত নেবে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভার পর জয় শাহ বলেছিলেন, "আমরা পাকিস্তানে খেলতে যাব না। এশিয়া কাপ নিরপেক্ষ দেশে হতে পারে।' জয় শাহের এ ভাবে ঘোষণা করে দেওয়া মানতে পারেন পাকিস্তান।এ বার এবিষয়ে মুখ খুললেন টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। তিনি জানালেন, 'আমার কাছে বিশ্বকাপ

অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেটাতেই মন দিতে চাই। বাইরে কী হচ্ছে তা নিয়ে ভাবছি না। এটা নিয়ে চিন্তা করে কোনও লাভ নেই। রবিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়েই ভাবছি আমরা।" রোহিত আরও জানিয়েছেন, 'আমরা জানি পাকিস্তানের বোলিং কতটা ভালো, আমাদের অভিজ্ঞ ব্যাটিং আছে। দুই প্রতিযোগী একে অপরের মুখোমুখি হওয়াটাই ভালো। আমরা জানি তাঁদের বোলিং আমাদের চ্যালেঞ্জ জানাবে। আমাদের ব্যাটসম্যানরা প্রস্তুত থাকবেন। আমরা ব্যাটিং এবং বোলিং নিয়ে আলোচনা করেছি, ফিল্ডিংও গুরুত্বপূর্ণ।'

PNIT No. F. 29/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2022-23 date : 19/10/2022

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:

SL NO	NAME OF THE WORK/DNIeT	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	53/EE/PWD(R&B)/KHW/2022-23	₹ 4,83,334.00	₹ 9,667.00	60 (Sixty) days

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/2678/22

Sd/-Illegible
Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai, Tripura

রাজ্য দলকে ১০ লক্ষ টাকা, মহিলা ক্রিকেট

অন্ধ্রের কাছে হারলেও গ্রুপ রানার্সের সৌজন্যে মূলপর্বে ত্রিপুরা

ত্রিপুরা: ৭০/৭ (২০ ওভার)
অন্ধ্র: ৭১/২ (১১ ওভার)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে অন্ধ্রের কাছে হারলেও গ্রুপ রানার্সের সুবাদে মুল পর্বে পৌঁছেছে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দল। অন্ধ্রকে হারাতে পারলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পাওয়া যেতো। সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়ে যেতো। এখন মূল পূর্বে খেলবে ঠিক ওই তবে তা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছতে হলে ত্রিপুরা দলকে আরো একটা ম্যাচ জিততে হবে। প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৩০ অক্টোবর বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। অন্ধ্রের মেয়েরা এত অল্পরানে আজ ত্রিপুরার ইনিংস থামিয়ে দেবে সেটা ভাবা যায়নি। ত্রিপুরা দলের ওপেনার ঝুমকি দেবনাথ এবং দলনেতৃ অন্নপূর্ণা দাসের ব্যাটে কিছু রান এসেছে। অন্যরাতো ৫-৬ রানে আয়ারাম গয়ারাম করেছেন। অন্ধ্রের দলনেতৃ টসে জয়লাভ করে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ত্রিপুরাকে ব্যাটিং-এর আমন্ত্রণ করাটাই টার্নিং পয়েন্ট। ৭০ রানে ইনিংস শেষ। একাত্তর রানের টার্গেট। দলের পক্ষে ২৬ বলে ঝুমকির ১৮ রান, অন্নপূর্ণা ২৮ বলে ২৬ রানে নট আউট। অন্ধ্রের শবনম ও পদ্মজা দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে অন্ধ্রের সহজ জয়। ১১ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়েই অন্ধ্র জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছেছে। ৮ উইকেটে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে অন্ধ্র গ্রুপ শীর্ষের খেতাব পেয়ে যথারীতি মূল পর্বে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। উল্লেখ্য, এ-গ্রুপ থেকে অন্ধ্রের মতো গ্রুপ-বি থেকে রেলওয়েজ, গ্রুপ সি থেকে বিদর্ভ, গ্রুপ-ডি থেকে হিমাচল প্রদেশ এবং গ্রুপ-ই থেকে রাজস্থান মূল পর্বে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। ত্রিপুরার মতো মধ্যপ্রদেশ, বেঙ্গল, দিল্লি, ঝাড়খন্ড, প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার পর শেষআটের ছাড় পত্র পাবে। এদিকে রাজ্য দলের সাফল্যে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত কমিটি অভিনন্দন জানিয়েছে। পাশাপাশি পুরো টিমের জন্য ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No. 08/PNIeT/ EE/WRD-VII/PTL/2022-23, dt.17-10-2022.
The Executive Engineer, Water Resource Division No.-VII, Pecharthal, Unakoti, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura' Single bid percentage rate e-tender. The enlisted Contractors/Firms/Agencies in the appropriate class of Tripura PWD/TTAADC and from the contractors/Firms/agencies enlisted/ Registered in appropriate class of MES, Railways, CPWD and other State PM) in FWD FORM-7 (Seven) up to 3.00 P.M. on 07-11-2022 for the following works. (i) D.N.I.e-T. No. 07/EE/WRD-1/11/PTL/2022-23(2' Call), (ii) D.N.I.e-T. No. 26/EE/WRD-VII/PT112022-23,(iii) D.N.I.e-T. No. 27/EE/WRD-VIIPT1/2022-23. Last date and time for document downloading and bidding up to 3.00 P.M. on 07-11-2022 and Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs. on 07-11-2022 if possible. The notice in details can also be seen at website **https://tripuratenders.gov.in**
FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

sd/-(Er. D. Debbarma)
Executive Engineer
Water Resource Division No - VII
ICA/C/2688/22 Pecharthal, Unakoti, Tripura.

PNIe-T NO:- 361EE-112022-23, Dated 20110/2022
The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 03-11-2022 for 08 (Eight) Nos. Maintenance work. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Sd/-Illegible
EXECUTI E ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R&B),
ICA/C/2682/22 AGARTALA, WEST TRIPURA

মুস্তাক আলী ক্রিকেট শেষ ম্যাচে দিল্লির কাছে হেরেই বিদায় ত্রিপুরার

ত্রিপুরা: ১৩৪ (১৯.৪ ওভার)
দিল্লী ১৩৯/৪ (১৭.১ ওভার)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। ত্রিপুরার আর দিল্লী জয় হলো না। উপরন্তু দিল্লি ত্রিপুরাকে ছয় উইকেটে হারিয়ে মুল পর্বে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। খেলা সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। জয়পুরে জয়পুরিয়া বিদ্যালয় গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা বনাম দিল্লি ম্যাচ। গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচ। আটদলীয় গ্রুপ বি-তে ত্রিপুরা ৩ ম্যাচে জয়ী হওয়ার সুবাদে ১২ পয়েন্ট পেয়ে ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান করে এবারের আসর শেষ করে ঘরে ফিরছে। আজকের খেলায় দিল্লি ৬ উইকেটের ব্যবধানে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে সহজ পেয়েছে। টস জিতে দিল্লি প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ত্রিপুরা দলকে আমন্ত্রণ জানায় ব্যাট করার জন্য। নির্ধারিত ২০ ওভার শেষ হওয়ার দুই বল বাকি থাকতেই ত্রিপুরা সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৩৪ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অধিনায়ক ঋদ্ধিমান সাহা ও পেশাদারী দীপক ক্ষৈত্রী দুজনেই ২৮ করে রান করেন। দিল্লির বোলার নীতিশ রানা, ললিত যাদব ও ময়াংক যাদব প্রত্যেকে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিল্লি ১৭.১ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। অধিনায়ক নীতিশ রানা ৩১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারী হাঁকিয়ে সর্বাধিক ৬১ রান সংগ্রহ করে দলের জয় সহজ করে দেয়। এছাড়া, যশ ধূল পেয়েছে ৩৩ রান। রাজ্য দলের মনিশঙ্কর মুরাসিং দুটি উইকেট পেয়েছে।

আজ থেকে শুরু হচ্ছে টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার-১২ পর্ব

মেলবোর্ন, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : আজ থেকে শুরু হচ্ছে এবারের টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার-১২ পর্ব। গ্রুপ পর্ব থেকে মোট চারটি দল পৌঁছে গিয়েছে মূল পর্বে। গ্রুপ-এ থেকে শ্রীলঙ্কা ও নেদারল্যান্ডস, গ্রুপ-বি থেকে জিম্বাবোয়ে ও আয়ারল্যান্ড পৌঁছে গিয়েছে সুপার টুয়েলভে। গ্রুপ-এ-তে আগে থেকেই ছিল --- আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। সেখানে যোগ দিল শ্রীলঙ্কা ও আয়ারল্যান্ড। পাশাপাশি গ্রুপ-বি-তে আগে থেকে ছিল বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা। বিরাট-বাবরদের গ্রুপে যোগ দিল নেদারল্যান্ডস ও জিম্বাবোয়ে। সুপার টুয়েলভে হবে মোট ৩০টি ম্যাচ। টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে ১৩ নভেম্বর মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

এসটিজিটি চাকরীপ্রার্থীরা শনিবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ছবি নিজস্ব।

মধ্যপ্রদেশে বাস ও ট্রলি ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ১৫; ১৯ জন সঙ্কটজনক, শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী

রেওয়া, ২২ অক্টোবর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলায় যাত্রীবাহী বাস ও ট্রলি ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১৫ জন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৪০ জন। আহতদের মধ্যে ২০ জনকে প্রাথমিকভাবে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, তাঁদের মধ্যে ১৯ জনের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার রাত ১০.৩০ মিনিট থেকে এগারোটার মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রেওয়া জেলার সুহাগি পাহাড়ি এলাকায়।

রেওয়ার পুলিশ সুপার নবনীত ভাসিন জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দরাবাদ থেকে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে যাচ্ছিল। বাসের প্রায় সমস্ত যাত্রী উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা। রেওয়া কালেক্টর মনোজ পুষ্প জানিয়েছেন, মনে হচ্ছে ট্রলি ট্রাকটি সামনে থাকা ট্রাকের সঙ্গে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, চালক ব্রেক কষলে পেছনে থাকা বাসটিতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পরই পুলিশ ও স্থানীয় মানুষজনের সহায়তায় উদ্ধারকাজ চালানো হয়। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গুরুতর আহতদের মধ্যে মোট ১৯ জনের চিকিৎসা চলছে। বাসের কেবিনে থাকা লোকজন ঘটনাস্থলেই মারা যান।' রেওয়া জেলাশাসক আরও জানিয়েছেন, আহতদের রেওয়ার সঞ্জয় গান্ধী মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে এবং মৃতদেহ তেওনথার সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ কন্টোল রুম হেল্পলাইন নম্বর -৭০৪৯১২২৩৯৯ ও ৮৩১৯৭০৬৬৭৪।

ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় শোকব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী দফতর থেকে জানানো হয়েছে, আহত যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য দু'টি বাসে প্রয়াগরাজ পাঠানো হয়েছে। গুরুতর আহত যাত্রীদের মধ্যপ্রদেশের রেওয়া মেডিকেল কলেজে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। রেওয়া জেলা প্রশাসন সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ টুইট করে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় মৃত উত্তর প্রদেশের বাসিন্দাদের দেহ রাজ্যে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজের সঙ্গে কথা হয়েছে। নিহতদের ২ লক্ষ টাকা ও গুরুতর আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিলোনীয়া কলেজের নববিদ্যার্থীদের বরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ অক্টোবর।। আজ বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ে নববিদ্যার্থী বরন অনুষ্ঠান অর্থাৎ নবীন বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিলোনিয়ার বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক। দ্বিতীয়ার্ধে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের উপস্থিতি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, ইগনোর আঞ্চলিক পরিচালক অরবিন্দ মাহাতো সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে ওনার কলেজ জীবনের পুরনো স্মৃতি তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন আগরতলা এমবিবি কলেজের পর রাজ্যের মধ্যে যদি দ্বিতীয় কোন কলেজ থাকে তা হলো বিলোনিয়া কলেজ। এখান থেকে রাজ্যের সবচাইতে বেশি ছাত্রছাত্রী লেখাপরা করে বেরিয়েছে। এছাড়াও তিনি বলেন প্রকৃত শিক্ষার শিক্ষিত এলাকা হচ্ছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা। তিনি আরো বলেন বিদ্যার্থীরা হল দেশের আগামীর ভবিষ্যৎ। এরাই হবে দেশের নীতি নির্ধারক। তিনি অনুষ্ঠানে নয়া শিক্ষানীতি চালু করার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভুয়শী প্রশংসা করেন।

২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে সম্পূর্ণ উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রীর : নাড্ডা

গুরুগ্রাম, ২২ অক্টোবর (হি.স.): ভারতকে ২০৪৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। অভিমত পোষণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শনিবার হরিয়ানার গুরুগ্রামে ''রোজগার মেলা সমারোহে' অংশ নিয়ে নাড্ডা বলেছেন, নতুন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে দেশ। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে সম্পূর্ণ উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর, যখন আমরা স্বাধীনতার ১০০ বছর উদযাপন করব, তখন ভারত একটি উন্নত ভারত হওয়া উচিত। এ জন্য আমাদের সার্বিক উন্নয়ন করতে হবে।'জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, 'আমরা সবাই ভাগ্যবান যে অমৃত যুগে প্রবেশ করেছি এবং উন্নত ভারতের অংশ হয়েছি। সেই উন্নত ভারতের অংশ হিসেবে আজ একটি স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ১০ লক্ষ চাকরি মেলার আয়োজন করা হচ্ছে, আমাদের উচিত এর সদ্ব্যবহার করা।' নাড্ডা আরও বলেছেন, আমদানিকারক থেকে ভারত প্রতিরক্ষা পণ্যের রফতানিকারক হয়ে উঠেছে এবং বিশ্বে ডিজিটাল লেনদেনে এক্ষত্রে অবদান ৪০ শতাংশ। এই গুলি প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টির ফলাফল।'

নয় দফা দাবীতে খোয়াইয়ে কংগ্রেসের গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। নয় দফা দাবিতে খোয়াইতে কংগ্রেসের উদ্যোগে চার ঘণ্টার গণঅবস্থান সংগঠিত করা হয়। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবি নিয়ে খোয়াই সুভাষপার্কে পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাংকের সামনে আয়োজিত হয় চার ঘণ্টার গণঅবস্থান। খোয়াই ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে শনিবার সকাল এগারোটা থেকে নয় দফা দাবিতে গণ অবস্থান সংগঠিত করা হয়। রেগা প্রকল্পে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, বেকার সমস্যার সমাধানে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা, সামাজিক ভাতা সময় মত প্রদান, খোয়াই মহকুমা এলাকার রাস্তা সংস্কার, পানীয় জল ও বিদ্যুত সরবরাহ নিয়মিত করা এবং খোয়াই জেলায় একটি সীমান্ত হাট স্থাপনের জন্য দাবি উত্থাপন করেন। গণ অবস্থান থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়। গণ অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য পরিতোষ দাস, তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিক্রম কিশোর সিনহা, খোয়াই ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি যতীন্দ্র গোপ, প্রাক্তন জেলা সভাপতি ক্ষিতীশ ভৌমিক নিখিল চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিক্রম কিশোর সিনহা বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন রাজ্যে আইনের শাসন নেই। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের ব্যাপারে সরকার কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজ্যে নারী নির্যাতন দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

সমাবেশ শেষ হতেই আক্রান্ত দলীয় কর্মীরা ঃ জীতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। শুক্রবার রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সিপিআইএমের জনসমাবেশ বানচাল করার চেষ্টা করেছে শাসক দল বিজেপি। এমনকি জনসমাবেশ শেষ হওয়ার পরেও শাসক দলের দুবৃত্তরা হামলা চালাচ্ছে। বিজেপি স্বৈরাচারী, জনবিচ্ছিন্ন এবং চরম দুর্নীতিবাজ একটা সরকার এবং তারা নিজেদের চেহারা লুকানোর জন্য কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে এদিন।শনিবার সন্ধ্যায় সিপিআইএম রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে শুক্রবারে সন্ত্রাসের যাবতীয় ঘটনা তুলে ধরে এমনটাই বললেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি বলেন, তারা বিজেপি এদিন জনসমাবেশের আগে সমস্ত গাড়ির চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো গত দু-তিন দিন আগে থেকে দক্ষিণ জেলার ডেমু ট্রেনটি রয়েছে তার বগি আচমকাই কমিয়ে দেয়। এ বিষয়ে রেল আধিকারিকের সাথে কথা বলা হলে তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু তারপরও রেলের বগি কম ছিল।

এদিকে রেলস্টেশন থেকে ত্রিশটি বাসের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সিপিআইএম কর্মী সমর্থকদের আনার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বিএমএস থেকে এই বাস দিয়ে কর্মীদের না

আনার জন্য হুমকি দেয়। শুধুমাত্র চার পাঁচটি বাস ব্যবহার করতে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও ক্ষান্ত হয়নি বিএমএস তথা বিজেপির দুষ্কৃতিকারীরা। তারা বাসগুলিকে বাধারঘাট থেকে যোগেন্দ্র নগরের দিকে নিয়ে গাড়ি থেকে চাবি খুলে কর্মীদের বেধড়ক মারধর করেছে।শেষ পর্যন্ত পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তাদের রক্ষা করে। অপরদিকে গাড়ি না পায়ে হেঁটে রেলস্টেশন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান পর্যন্ত কর্মীদের আসতে হয়েছে।

এদিকে চড়িলামে পরিমল চৌমুহনী এলাকায় চক্রান্তমূলকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে জনসমবেশে আসা কয়েক শতাধিক গাড়ি রাস্তা অবরোধ করে আটকে দেয়। অপরদিকে শান্তি বাজার এলাকায় জনসমাবেশ থেকে ফেরার সময় বিজেপি নেতা সুমন দেবনাথের নেতৃত্বে বাস আটকে যাত্রীদের উপর আক্রমণ চালায়। গুরুতর আহত হয় ৪ জন। শান্তির বাজার রেলস্টেশনে নামার পর লাঠির সাথে নিয়ে কর্মীদের মারধর করেছে। পরবর্তী সময় স্থানীয় পুরুষ মহিলা বাড়ি থেকে বের হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। পরে দুই কর্মীর অটো দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় তাদের উপর আক্রমণ করে মাথা ফাটিয়ে দেয় বিজেপি দুর্বৃত্তরা বলে অভিযোগ তুলেন তিনি। কিন্তু এদিন স্পষ্ট হয়ে গেছে বহু প্রচেষ্টা করেও বিজেপি এই সভায় মানুষকে আটকাতে পারিনি।

তিনি আরও বলেন, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসমাবেশে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু যারা জনসমাবেশে এসেছেন তারা সকলে সিপিআইএম কর্মী ভাবলে ভুল হবে। জনসভা হওয়ার পর রাতের বেলা শচীন্দ্র নগর কলোনিতে আক্রমণ সংগঠিত করেছে। এটা ভারতের সংস্কৃতি নয়। এবং স্পষ্ট হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি সংস্কৃতি তারা মানে না। ভারতীয় জনতা পার্টির মূল চাবিকাঠি আর এস এস। আর এস এস হিটলার এবং মুসোলিনি বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। ফ্যাসিস্টদের ক্যাম্পে গিয়ে তাদের অবস্থা অনুসরণ করে এসেছে। তাই তারা ভারতের সংস্কৃতি বদলে দিতে চাইছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন জিতেন্দ্র চৌধুরী।

ফটিকরায়ে গণধর্ষণ নাবালিকাকে গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। উনকোটি জেলার ফটিকরায়ে ১৬ বছরের এক নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই গণধর্ষণ মামলায় পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হল রাকেশ দাস এবং পাপাই দেব। সিআরপিসির ১৬৪ ধারা মোতাবেক ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ওই নাবালিকার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করাহয়েছে। জানা গিয়েছে, ফটিকরায়ে একটি জায়গায় ওই নাবালিকাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছিল বৃহস্পতিবার। সে মোতাবেক থানায় মামলা দায়ের হয়।

শহরের উঁচু উঁচু প্যান্ডেলের সাথে পাল্লা দিচ্ছে কদমতলা চুরাইবাড়ি এলাকার শ্যামা পূজোর প্যান্ডেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২২ অক্টোবর।। দরজায় কড়া নাড়ছে আলোর উৎসব দীপাবলি।আর শহরের উঁচু উঁচু প্যান্ডেলের সাথে পাল্লা দিয়ে ত্রিপুরা অসম সীমান্তের কদমতলা ও চুরাইবাড়ি এলাকায় শ্যামা পুজোর আয়োজন করছে বিভিন্ন ক্লাব ও বারোয়ারি পুজো কমিটি।তবে রাজ্যের বুকে বরাবরই উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর শহরের শ্যামা পুজোর আয়োজন দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। পাশাপাশি ধর্মনগর শহর ছাড়াও মহকুমার কদমতলার নবযুগ সংঘ, বড়গোলের পাইওনিয়ার ইয়ুথ ক্লাব,কদমতলা থানার মত বড় বাজেটের পুজো গুলি হচ্ছে এবারও।সাথে চুরাইবাড়িতে বড় বাজেটের কালিপুজো হচ্ছে বেশ কয়েকটি। চুরাইবাড়ি ইয়ুথ ক্লাব, রেল স্টেশনে ইউনাইটেড ক্লাব, সেবক সংঘ, ফেন্ডসক্লাব ও চুরাইবাড়ি থানায়ও জমজমাট ভাবে পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। রয়েছে বাহারি আলোকসজ্জা,মা দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে।প্রতিটি পূজো মন্ডপে বিভিন্ন কাল্পনিক মন্দিরের আদলে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকা কদমতলা ও চুরাইবাড়ির পুজো তিনদিন ব্যাপী চলে,থাকে রাজ্যের ও বহিঃ রাজ্যের শিল্পী দ্বারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিটি ক্লাব দর্শক টানতে আয়োজনের কোন খামতি রাখছে না। কদমতলা ও চুরাইবাড়ি এলাকায় ছোট বড় মিলিয়ে শতাধিক শ্যামা পুজো হচ্ছে। অপরদিকে শ্যামা মায়ের প্রতিমা তৈরি ও মাটির প্রদীপ তৈরিতে চরম ব্যাস্ততা কুমোর পাড়ায়ও।

বিজেপি বিশালগড় মন্ডলের উদ্যোগে মিছিল ও সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২২ অক্টোবর।। শনিবার বিকাল চারটায় বিশালগড় মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত মিছিল থেকে বিরোধী দের কড়া ভাষায় বার্তা দিলেন মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব, সিপিআইএমের দোসর কংগ্রেস ক্ষমতা দখলের দিবা স্বপ্নে বিভোর হয়ে জোট আমলের কায়দায় শান্ত বিশালগড়কে অশান্ত করার অপপ্রয়াস করার চেষ্টা কোন দিন সফল হবে না।জনবিচ্ছিন্ন কংগ্রেস বিশালগড়ে অশান্তির আগুন লাগানোর ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে বিজেপির কার্যকর্তারা। গত সোমবার বিশালগড়ের রাউৎখলায় সাংগঠনিক বৈঠক সেরে ফিরার পথে প্রাণঘাতী হামলার মুখে পড়েন যুব মোর্চার জেলা সম্পাদক সৈকত সাহা।

কংগ্রেস আশ্রিত কুখ্যাত সমাজবিরোধীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। সৈকত সাহার গাড়ি ভাঙচুর করেছে কংগ্রেসের গুন্ডারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তীব্র আকার ধারণ করে। পরবর্তী সময়ে বিজেপির কার্যকর্তারা সংযত ভূমিকা নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশকে সহায়তা করে। এরপর দিন ফের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্টের চেষ্টা করে। যুব মোর্চার সমর্থকের তিনটি বাইক পুড়িয়ে দিয়েছে। বিজেপি সাতজন কংগ্রেস সমর্থকের নামধাম সহ থানায় মামলা দায়ের করেছে। একজন অভিযুক্ত বর্তমানে জেল হাজতে রয়েছে। এ-সব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শনিবার বিশালগড়ে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করে বিজেপি। এদিন বিশালগড় মন্ডল কমিটি আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলটি মন্ডল কার্যালয় থেকে শুরু হয়।

বিশালগড় বাজার রাউৎখলা হয়ে বাইপাস চৌমুহনীতে পথসভায় মিলিত হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব বলেন আমরা রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার কাজ করে যাচ্ছি। বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে গরিব মানুষ বাঁচার অধিকার পেয়েছে। চাঁদাবাজি বন্ধ হয়েছে। সামাজিক ভাতা দুই হাজার টাকা করা হয়েছে। কৃষকের আয় দ্বিগুণ হয়েছে। বেকারদের কর্মসংস্থান হয়েছে। রাজনৈতিক খুন সন্ত্রাস বন্ধ হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে যাচ্ছে। রাজ্যবাসীর এই সার্বিক কল্যাণ অনেকের সহ্য হচ্ছে না। তাই ষড়যন্ত্র করে উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন কংগ্রেস নেতা জয়দেব বর্মন বিশালগড়ে এসে পুলিশকে আঙ্গুল উঁচিয়ে হুমকি দেন বিশালগড়ে আগুন জ্বালিয়ে দেবেন। মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব বলেন আমরা আগুন চাইনা। আমরা চাই শান্তি এবং উন্নতি। আমরা বিশালগড়ে শান্তি এবং উন্নতি বজায় রাখবো। তিনি আরো বলেন কংগ্রেস এক সময়কার সিপিএম আশ্রিত সমাজবিরোধীদের নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন বিজেপি প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে জানে। এবং প্রয়োজনে প্রতিশোধ নিতেও জানে। সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করে আগামী নির্বাচনে বিশালগড়ে সিপিএম কংগ্রেসের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। মন্ডল সাধারণ সম্পাদক বাবুল দেবনাথ বিগত বাম জামানায় সিপিএমের হাতে কংগ্রেস কর্মীদের অত্যাচারের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে বর্তমানে যারা কংগ্রেসের সমর্থন করছেন তাদের বলেন আপনারা কি ভুলে গেছেন সেদিনের অত্যাচারের কথা। প্রতি নির্বাচনের পর সিপিএমের সমাজবিরোধীরা কংগ্রেসের ওপর হামলা হুজ্জতি করতো। আজ আপনারা সবকিছু ভুলে গিয়ে সিপিএমকে সুবিধা করে দিচ্ছেন ? এখনো সময় আছে আসুন আমরা বিশালগড়ের উন্নয়নের স্বার্থে একসঙ্গে হাতে হাত ধরে কাজ করি। মন্ডল প্রভারী তথা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি অমল দেবনাথ বলেন কংগ্রেস এবং সিপিএম মিলিতভাবে বিশালগড়ে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টার করছে।এটা কোন ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বিজেপি সর্বধর্ম সমভাব নীতিতে বিশ্বাসী। আগামী দিনে বিশালগড়ের মানুষ বিরোধী দের সব স্বপ্ন ভেংগে দিয়ে বিশালগড়ের পদ্ম ফুলকে পবিত্র বিধানসভায় পাঠাবে।